



প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 13th Year, 39 Issue • 10 February, 2022, Thursday • ২৭ মাঘ, ১৪২৮, বৃহস্পতিবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

কারো মার্চ মাস কারো সর্বনাশ

মিহিদানা

মার্চ মাস ত্রিপুরা বিজেপির জন্য এক জ্যোতিষ্কাল হয়ে সামনে আসছে। বিজেপির দুই বিক্ষুব্ধ বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ আর আশিস কুমার সাহা বিধায়ক পদ ছেড়ে দিল্লি গিয়ে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর ত্রিপুরায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি খোলাটে হয়ে উঠেছে। আগরতলায় যে কংগ্রেস ভবনে এতোদিন বাতি জ্বালানোর কেউ ছিলো না সেই বাড়িতে জ্বলন হাজার বাতি, পুড়লো আতশবাজি। পুরো বাড়ির আদিনায় বসেছে নো পার্কিং বোর্ড। নির্মম সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়েও কোনও প্রশ্ন নেই তখন সাধারণগে প্রশ্ন তো উঠেইবে। নানান জটিল সমীকরণ আর রাজনৈতিক সংখ্যার হিজিবিজিতে সরকারি অফিস থেকে চায়ের দোকান, প্রাতঃভ্রমণের উদ্যান থেকে রাজপথের জটলা সবই খোলাটে। দিল্লিতে সুদীপবাবুদের কংগ্রেসে যোগদানের দিনেই আগরতলায় সিপিআইএম সম্পাদক জীতেন চৌধুরী বললেন, “ত্রিপুরার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নতুন হাওয়া বইছে। প্রতিকূলতার মধ্যেও তৈরি হচ্ছে অনুকূল পরিস্থিতি। শুরু থেকেই শাসক দলের ভেতরে রক্তক্ষরণ চলছে। ধীরে ধীরে রক্তশূন্য হবে।” তাহলে কি সিপিআইএম অনাস্থা প্রস্তাব আনছে বলে যে ফিনাব শোনা যায় তা সঠিক? আরও এক বড় প্রশ্ন উচ্ছে দিলেন কিন্তু জীতেন চৌধুরী। সুদীপবাবু আর আশিস কুমার যেদিন দিল্লিতে এআইসিপি ভবনে গিয়ে কংগ্রেসে ফেরার ঘোষণা দিলেন সেদিন বিজেপির আরও দুই বিধায়ক দিবাচন্দ্র রাষ্ট্রাল এবং বুবোমোহন ত্রিপুরা সোনিয়া, রাষ্ট্রাল ও প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে এলেন। তারা এখনও পদাভ্যাগ না করলেও সুদীপবাবুদের সঙ্গেই যে রয়েছেন এবং অনারসারী সেই ইঙ্গিত দিয়ে এসেছেন। ঘটনা যা দাঁড়াচ্ছে

An Initiative by Joyjit Saha

Big Books

NURSERY | CBSE | TBSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

পারুল প্রকাশনী

AGARTALA GUWAHATI KOLKATA DELHI/NCR

9774414298

53 Shishu Uddyan Bipani Bitan A. K. Road Agartala 719901

বিজ্ঞাপন বিভাগ নতুন পালক নামের প্রকাশনী দেখে পারুল প্রকাশনী-র ই-কিন

তাতে ১০ মার্চে পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফল হিসেবে ত্রিপুরার রাজনীতিতে অন্য বাড় আনবে। পাঁচ রাজ্য বা উত্তরপ্রদেশের ভোটে বিজেপি জিততো এই হিসাব ধরেই কি পদত্যাগ করলেন সুদীপবাবুরা? হয়তো তাই। ক্ষেত্র যে অনেকটাই তৈরি সেই আভাস এদিন পাওয়া গেল বিপ্লব দেব মন্ত্রিসভার নতুন মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল’র কথায়। তার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোমবার। তাতে তিনি বলছেন, ‘যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। মা ত্রিপুরেশ্বরী আগামী দিনেও যা করবেন ভালোই করবেন।’ রামপ্রসাদ পাল একজন আদি বিজেপি হিসাবে বিপ্লব কুমার দেব’র সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করে সুদীপবাবুদের সংস্কারবাদী বিধায়ক গোষ্ঠীতে এসে যান। সুদীপবাবুর চেয়েও বেশি শুনিয়েছেন বিপ্লব বিরোধী কথাবার্তা। সুদীপবাবুদের গোষ্ঠীকে দুর্বল করতে মাস চার আগের মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণে রামপ্রসাদ পালকে দমকল মন্ত্রী করেন। মন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম স্বভাবসুলভ তীর্থক মন্তব্য করলেন তিনি। তার এই দিনের কথা থেকে বৃহাট্টা কত হতে পারে এ নিয়ে অনেকের চোখেই ঘুম নেই। সিপিআইএম’র এক বিধায়কের মৃত্যু, এর আগে কালীঘাট ঘনিষ্ঠ আশিস দাস’র বহিষ্কার মিলিয়ে এই মুহূর্তে ৬০ আসনের ত্রিপুরা বিধানসভায় সদস্য সংখ্যা ৩৬। বিজেপির এক বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মণ আগেই বিজেপি ছেড়ে ত্রিপ্রা মথায় যোগ দিয়েছেন। এই দলত্যাগ মৌখিক, কারণ, পদত্যাগের কাগজ গ্রহণ করার সাহস দেখাননি বিধানসভার অধ্যক্ষ। কারণ, মথা ভীতি। ফলে আট বিধায়কের ছোট শরিক আইপিএফটির সবাই অঘোষিতভাবে মথার বিধায়ক। এক বিধায়কের মৃত্যুর পর সিপিআইএম’র সদস্য ● এরপর দুইয়ের পাতায়

মাফিয়া বেচছে সরকারি জায়গা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। বড়জলায় সরকারি জমি বিক্রি করে দিচ্ছেন বেসরকারি লোক। সেই জমিতে পোস্ট অফিসও রয়েছে। জেলা শাসকের কাছে দল বেঁধে অভিযোগ জানিয়েছেন বড়জলার মানুষ। জমি নিয়ে মাফিয়াবাজি প্রচন্ড বেড়ে গেছে, দিন কয়েক আগে এই কাগজেই বেরিয়েছিল, ছোট নেতা ও মণ্ডল নেতা’র মধ্যে জমির টাকা নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়ার টেলিফোনিক কথোপকথন। বড়জলায় উঠতি গেরস্বা নেতা পিন্টু আচার্য’র বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে পশ্চিম জেলা শাসক’র কাছে, সদর মহকুমা শাসককেও দেওয়া হয়েছে সেই চিঠি, চিঠি গেছে তহশিলদারের কাছেও। চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে পিন্টু দেউ কানি সরকারি জায়গা বিক্রি করার ব্যবস্থা করেছে। জমি বিক্রি হবে জমির দালালদের কাছে। সেই দেউকানি জায়গায় আছে পোস্ট অফিস। পোস্ট অফিসটি সেখানে প্রায় আধা শতাব্দী ধরে আছে। যদি জমি বিক্রি হয়ে যায়, পোস্ট অফিসটি সেখানে থেকে ● এরপর দুইয়ের পাতায়

বাস্তবের খোঁজে মুখ্যমন্ত্রী

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। নাগরিকদের বিভিন্ন সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে রাজ্য সরকার। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী হেল্লাইন নম্বর ১৯০৫। আজ ইন্দ্রনগর আইটি ভবনে মুখ্যমন্ত্রী হেল্লাইন নম্বর ১৯০৫ ও ইআরএসএস পরিষেবার সাথে যুক্ত কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তার আগে পরিষেবা প্রদানকারী বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন এবং পরিষেবা প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কে খোঁজ নেন। পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী হেল্লাইন থেকে পরিষেবা গ্রহণকারীদের কয়েকজনের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাদের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হন মুখ্যমন্ত্রী। পরিদর্শন শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনগণের বিভিন্ন সমস্যা থাকে। এগুলি লাঘব করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। এরমধ্যে অন্যতম মুখ্যমন্ত্রী হেল্লাইন নম্বর ১ ও ইআরএসএস পরিষেবা। ইতিমধ্যেই নথিভুক্ত অভিযোগের ৮০ শতাংশের বেশি

নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে। এই পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত প্রায় ৪১ জন তাদের অভিযোগগুলি হেল্লাইন’র মাধ্যমে নথিভুক্ত করেন। পরে অভিযোগগুলি পৃথকীকরণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করেন।



অভিযোগকারী ব্যক্তি নথিভুক্ত বিষয়টির সমাধান সম্পর্কে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হলেই অভিযোগের নিষ্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়। এর ফলে ঘরে বসেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সহজে অভিযোগ গ্রহণের

পাশাপাশি তার সমাধান করা সম্ভবপর হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই পরিষেবার সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছেন তারা মানুষের অভিযোগগুলি কতটা বিনয় ও আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করছেন এবং বাস্তবিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের

সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাথে মতবিনিময়ের সময় যারা ফোন করবেন তাদের বিষয়গুলিকে গুরুত্ব সহ শোনা, বিনয়পূর্বক ব্যবহার ও কিভাবে দ্রুততার সঙ্গে সেই সমস্যার সমাধানে ভূমিকা নেওয়া যায় সেই লক্ষ্যে নির্দেশ দেন

লক্ষ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর পরিদর্শন। তার পাশাপাশি কোন্ ধরনের অভিযোগ বেশি আসে এবং কোন্ দফতর অভিযোগ নিষ্পত্তিতে দ্রুততার সাথে কাজ করছে সেটাও পর্যবেক্ষণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই পরিষেবার

মুখ্যমন্ত্রী। মহিলা সংক্ৰান্ত অপরাধ, অবৈধ নেশা, ব্যাঙ্কিং পরিষেবা, কৃষক কল্যাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলির প্রতি আরও বেশি ● এরপর দুইয়ের পাতায়

ডারলঙদের জন্য সংসদে বিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ০৯ ফেব্রুয়ারি।। ডারলঙদের আলাদা গোষ্ঠী হিসাবে পরিচয় দিতে সংসদে উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিল পেশ করেছেন। দ্য কনসিটিউশন (সিডিউসিট্রাইব) অর্ডার(আমেন্ডমেন্ট) বিল ২০২২ পেশ করেছেন তিনি। ডারলঙরা অনেকদিন ধরেই দাবি করে আসছিলেন যে তাদের যেন স্বতন্ত্র উপজাতি গোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ডারলঙ মানুষেরা প্রধানত উত্তর ত্রিপুরায় থাকেন। ত্রিপুরায় ১৯ উপজাতি গোষ্ঠী আছে, তাদের উপ-গোষ্ঠীও আছে। এই বিলে ডারলঙদের একটি গোষ্ঠী হিসাবে দেখানো হচ্ছে। কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরি ছোট নাগপুর অঞ্চলের কুম্মী জনগোষ্ঠীকে ত পশিরাী উপজাতি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে দাবি জানিয়েছেন।

প্রতিবাদী কলম

ববর নয়, বেন ফিফোরদ

7085917851

বিদ্রূপ উপেক্ষা করেই কারফিউ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। শুধু রাজ্যেই নয়, নির্দেশিকাটি জারি হওয়ার পর সামাজিক মাধ্যমের হাত ধরেই দেশের নানা প্রান্তে এর কার্যকরিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বৃথবার রাজস্ব দফতরের রাজ্য দুর্যোগে মোকাবিলা অথরিটির তরফে করাণা বিষয়ক এক নির্দেশিকা জারি হয়। তাতে রাজ্যের মুখ্যসচিব তথা দুর্যোগ মোকাবিলা অথরিটির বাজ্যভিত্তিক যে এঞ্জিকিউটিভ কমিটি তার

পাঁচটা পর্যন্ত। পৃথিবীর কোন্ বিজ্ঞান রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ কর্তব্যাত্তিক এ এমন একটি সময়কালের জন্য নাইট কারফিউ জারি করার পাঠ দিয়েছেন, তা বোঝা মুশকিল। এই নির্দেশিকাটি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই এদিন জন্মে হাসির তরো উঠেছে। শহরে প্রতিদিন যেভাবে হাজারো মানুষ বাজর-পথ-ঘাট-অফিস-কাছারি সহ বিভিন্ন জায়গায় ভিড় জমান, যেভাবে মাস্কের নিয়ম খোদ মন্ত্রী,

A. Corona Night Curfew is imposed throughout the State from 11 PM to 5 AM.

চেয়ারম্যান কুমার অলক স্বাক্ষর করেন। সেই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, আগামী ১১ তারিখ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত রাজ্য করোনা বিষয়ক মোট ১৩টি নিয়ম’ মেনে চলতে হবে। বাস্তবে ওই ১৩টি নিয়মের একটিও পূনা হয় না। কিন্তু নিয়ম করে রাজস্ব দফতরের একটি নির্দিষ্ট ফাইল থেকে প্রতি ১০/১৫ দিন অন্তর করোনা গাইডলাইন বিষয়ক নির্দেশিকাটি স্বাক্ষরিত হয়। কুমার অলক নতুন নির্দেশিকায় স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, রাজ্যজুড়ে উপরে উল্লেখিত তারিখকালে রাত এগারোটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত নাইট কারফিউ জারি থাকবে। এর আগের নির্দেশিকায় নাইট কারফিউ’র সময়সীমা ছিলো রাত দশটা থেকে পরের দিন ভোর

সরকারি আধিকারিকরাই সকাল-বিকাল করছেন — তাতে এরকম একটি সময়কালের জন্য নাইট কারফিউ জারি করার কি মনে? প্রশ্ন উঠেছে, ইচ্ছা করেই সরকারের ভাবমূর্তি রূগ্ন করছেন স্বাস্থ্য দফতরের কয়েকজন অধিকারিক? নাকি এর পেছনে শুধুই মহাকরণের প্রশাসনিক কর্তব্যাক্তিদের সিদ্ধান্ত কাজ করে? নতুন নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানে এখন নির্দিষ্ট সংখ্যা মেনে নিমন্ত্রণ করতে হবে, এমনটা নয়। কোভিড বিধি মেনে যতজনকে খুশি নিমন্ত্রণ করতে পারবেন একেকটি পরিবার। চিঠিটি স্বাক্ষর করে সমস্ত জেলা শাসক, প্রধান সচিব, সচিব, বিশেষ সচিবদের পাঠিয়ে দিয়েছেন শ্রী

অলক। তাছাড়াও চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক, বিধানসভার সচিব থেকে শুরু করে খোদ রাজ্যপালের সচিব সহ সমস্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের সচিবের কাছেও। নতুন নির্দেশিকা মোতাবেক যেকোনও প্রেক্ষাগৃহের অনুষ্ঠান বা বৈঠক আয়োজন করতে গেলে প্রেক্ষাগৃহের আসন সংখ্যার ৫০ শতাংশেত দর্শক বসতে পারবেন। এই নিয়মটিও ইতিমধ্যেই সরকার ও প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের দ্বারা ভেঙেছে। নামকাওয়াস্তে একটি কপি পেস্ট কাগজে স্বাক্ষর করাই এখন কোভিড বিধির গাইডলাইন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘটনা পর্যালোচনা করে কোভিড বিধি কোথায়, কিভাবে কতটা পাকটানো দরকার, তা নিয়ে একটি শব্দও ব্যয় করে না দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিকরা। একের পর এক করোনা নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়েছে শুধু কপি পেস্ট ফর্মুলায়। নতুন নির্দেশিকাতেও সরকারি অনুষ্ঠান আয়োজনে নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে হাস্যকর বিষয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে রাত এগারোটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত করোনা কারফিউ দেওয়ার কোনও মানে নেই। এভাবে যদি করোনা কারফিউ’র গাইডলাইন শুধুমাত্র স্বাক্ষরিত হয়ে প্রকাশ করার জনোই প্রকাশ করা হয়, তাতে কার লাভ? ● এরপর দুইয়ের পাতায়

শৃঙ্খলাহীন পুলিশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। অফিসেই মদের পার্টি হচ্ছে, করছেন পুলিশের লোকজন, তাও আবার গোয়েন্দা শাখার কর্মীরা। সাধারণ পুলিশকর্মী নয়, সাংবাদিকদের হাতেনাতে ধরা



পড়েছিলেন দুপুরবেলা খোয়াই মহকু মার এক বিডিও। যোগাযোগের জোরে তার কিছুই হয়নি। শান্তিবাজার থানার সাথে সংযুক্ত শোশাল ব্রাঞ্চ’র কনস্টেবল সূজন চৌধুরী’রহ অন্যায়দের অফিসেই মদের পার্টি করা অভ্যাস। একটি ইউনিফর্ম সার্ভিসে শৃঙ্খলা এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। পুলিশের কর্মীরা অফিসেই পার্টি করছেন মদের। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

এক বছরেও মেডেল পেলেন না পুরস্কৃতরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। এক বছর আগে রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক পেয়েছিলেন ত্রিপুরা ৬ অফিসার। এক বছর পর এই বছরের ২৫ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদকের জন্য নতুন তালিকা ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে ত্রিপুরারও ছিলেন ৭জন। কিন্তু গত বছরের পুলিশ পদক প্রাপ্তদের কেউই এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির পুরস্কারসরপ মেডেল বা ট্রফি কিছুই পাননি। কবে নাগাদ তাদের পুরস্কার পাবেন তা নিয়ে নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবেন না পুরস্কার বিজয়ীদের। ২০২০ সালে রাজ্য পুলিশের অসামান্য অবদানের জন্য থানাভূতের ৬ অফিসারকে রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক দেওয়ার ঘোষণা হয়। ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে গত বছরের ২৫ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন। এই তালিকায় ত্রিপুরা পুলিশের দুই ইনসপেক্টর, এক এসআই-সহ তিন এসআই ছিলেন। এরা হলেন ইনসপেক্টর কেশ হরি জমতিয়া, ইনসপেক্টর সিদ্ধার্থ শঙ্কর কর, এসআই গণেশ চন্দ্র দেব, এসআই পরিমল দাস, এসআই হরিপদ ভৌমিক এবং এসআই কৃপাময় চাকমা। পুরস্কার পাওয়ার কথা গত বছরই ২৫ এবং ২৬ জানুয়ারি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এর ফলে রাজ্যের প্রায় সবাইই জানা হয়ে যায় কারা কারা রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাচ্ছেন। কিন্তু এক বছর কেটে গেলেও পুরস্কারস্বরূপ মেডেল এই ৬ জনের মধ্যে কারোর গলায় ঝুলেনি। এবছর নতুন তালিকাও আবার ঘোষণা করা হয়ে গেছে। কিন্তু ২০২০ সালের জন্য পুরস্কৃতরা এখনও পর্যন্ত তাদের প্রাপ্ত মেডেল বা ট্রফি কিছুই পাননি। এনিয়ৈ চাপা ফোভ তৈরি হয়েছে পুলিশমহলেও। এবছরের ২৬ জানুয়ারি আগরতলায় আসাম রাইফেল ময়দানে রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক প্রাপ্তদের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। ২০২০ সালের রাষ্ট্রপতি পদক প্রাপ্তদের দুই বছর পর ট্রফি এবং মেডেল দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই তালিকায় গত বছরের রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক প্রাপ্তদের কারোর নাম ছিল না। এই কারণে পুরস্কার প্রাপ্তদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠরা রীতিমতো হতাশ। কবে নাগাদ তাদের হাতে মেডেল বা ট্রফি তুলে দেওয়া হবে ● এরপর দুইয়ের পাতায়

সমগ্র শিক্ষকদের টেট’র জালে

আটকানোর ফন্দি বুমেরাং!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পে নিযুক্ত চুক্তিবদ্ধ শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত মামলায় মহামায়া উচ্চ আদালতের ঐতিহাসিক রায়ের কোথাও টেট-র উল্লেখ নেই। আর থাকার কথাও নয়, কারণ এই প্রকল্পে নিয়োগকৃত শিক্ষকদের প্রায় সকলেই ২৩ আগস্ট, ২০১০ এর আগে নিয়োগকৃত বা ওই তারিখের আগে ঘোষিত শূন্যপদে নিয়োগপ্রাপ্ত। ফলে তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষার অধিকার আইন থাধ্য হয় না। তাছাড়া ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে টিআরবিটি গঠনই করেছে ২০১৬ সালে। ফলে আইনগত ভাবে ওই শিক্ষকদের কোনভাবেই টেটের দরজা আটকানো সম্ভব নয়। ফলে উচ্চ আদালতের রায় কার্যকর করতে গিয়ে টেটকে হাতিয়ার করে সমগ্রশিক্ষা প্রকল্পের প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষকের জন্য সরকার বা দফতর যে বঞ্চনার স্কীম তৈরি করেছে সেই স্কীমকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একের পর এক মামলা দায়ের হচ্ছে উচ্চ আদালতে। আর প্রতিটি মামলাই আদালত যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে

গ্রহণও করছে উচ্চ আদালত। স্বভাবতই ওই সব মামলায় একদিকে যেমন চুক্তিবদ্ধ শিক্ষকদের প্রতি সরকারের বৈরিতাপূর্ণ মনোভাব স্পষ্ট হচ্ছে, অন্য দিকে পুনরায় উচ্চ আদালতে সরকারের নাকানী-চুপানী খাওয়ার সম্ভাবনা যে তৈরি হয়েছে তা বিলক্ষণ তার পাচ্ছে সরকার পক্ষের আইনজ্ঞ অধিকারিকরা। আর তাই স্কীমকে চ্যালেঞ্জ করার দাবীর দায়ের করা মামলায় আদালতের নির্দেশে ৫০ দিন সময় পেয়েও হলফনামা তৈরি করতে পারেনি দফতর। কিন্তু আগামী ১৪ মার্চের মধ্যে হলফনামা জমা দেওয়ার চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র’র বৈধ। আর তাই ওই শিক্ষকদের টেটেজ জালে আবদ্ধ করে কিভাবে আদালতে মুখ রক্ষা করা যায় তার জন্য একটি নতুন ফন্দি এঁটেছে শিক্ষা ভবন। কিন্তু শিক্ষকরা ইতিমধ্যেই এই ফন্দি ধরে ফেলেছে। তাই দফতরের প্রবল চাপ সত্ত্বেও নতুন এই ফাঁদে পা দিচ্ছে না শিক্ষকরা। আর এইই বানচাল হতে চলেছে এই অপকৌশল। শিক্ষাভবনের কর্তারা অনেক কসতে করাই শিক্ষকদের

জন্ম এই ফাঁদ তৈরি করেছে। যা এরপা রে, গত ৩ ফেব্রুয়ারি সমগ্রশিক্ষা প্রকল্পের রাজ্য মিশন অধিকর্তা তথা বৃনয়াদি শিক্ষা অধিকর্তা চাঁদনী চন্দ্রন প্রত্যেক জেলা শিক্ষা আধিকারিককে এই মর্মে নির্দেশ জারি করে যে সমগ্রশিক্ষা প্রকল্পে নিযুক্ত শিক্ষকদের টেট পরীক্ষায় বসার জন্য কোটিং দেবে দফতর। এরজন্য শিক্ষকদের কাছ থেকে জরুরি ভিত্তিতে কোটিংয়ে ভর্তির আবেদনপত্র সংগ্রহ সহ এর মাস্টার প্র্যান তৈরি করে ৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তা রাজ্য দফতরে পাঠাতে হবে। ৩ ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে এই নির্দেশ পেয়ে প্রত্যেক জেলা আধিকারিক যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করে এবং শিক্ষকদের ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ জারি করে। কিন্তু শিক্ষকরা বিশেষ করে ওই শিক্ষকদের সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দরা দফতরের এই অকস্মাৎ কোটিং দেওয়ার এই তোড়জোড়ের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়েই উদ্ধার করে আসল রহস্য। আর তা হল কোটিংয়ে জন্য শিক্ষকরা যে আবেদনপত্র জমা দেবে সেটাকে অস্ত্র ● এরপর দুইয়ের পাতায়

ববরতার নয় নজির রাজ্যে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৯ ফেব্রুয়ারি।। সামনেই ‘অন্তর্জাতিক নারী দিবস’। হাতে-গোনা আর কয়েকদিন বাকি। মঞ্চে বিজ্ঞ মন্ত্রী এবং নেতারা ভাষণ রাখতে গিয়ে নারীদের সমান অধিকার এবং অর্ধেক আকাশের গল্প শোনার। কিন্তু বৃথবার সন্ধ্যায় রাজ্যের ইতিহাসে যে ঘটনাটি ঘটে গেলো, তা আগামী কয়েকশো নারী দিবসের ভাবনাকে কালিমালিপ্ত করে রাখবে। দেশ যখন স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদ্‌যাপন করছে, তখন দিকে দিকে তেরদঙ্গর বেঁভব বিছিয়ে রেখেছে, এই রাজ্য যখন পূর্ণরাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার সূবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করছে, তখন কিছু কিছু ঘটনা দেশ এবং রাজ্যকে লজ্জায় মুখ বুঝাতে বাধ্য করে। বৃথবার বিশালগড়ের অফিসটিলা অঞ্চলে যে আদিন, নৃশংস এবং ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটে গেলো তা নির্দিধায় রাজ্যের শাসনব্যবস্থাকে কতটা তির ধনুকের সামনে এনে দাঁড় করায়। এদিন ‘অবৈধ প্রেম’-এর অপরাধে এক নারী এবং পুরুষকে উলঙ্গ করে গাছে ঝুলিয়ে

রাখা হয়েছে। বিশালগড়ের অফিসটিলা অঞ্চলে বিকলের সূর্য ডুবে যাওয়ার পর যখন ঘটনাটি ঘটছে, তখন আসলে একে একে সংশ্লিষ্ট সমস্ত মহলে ভেসে উঠেছে



ওই মহকুমারই রাঙ্গা পানিয়া অঞ্চলের নারকীয় একটি ঘটনা। অনেকে’র মনে পড়েছে টাটা কালীবাড়ির ঘটনাটিও। কিন্তু সমস্ত ববরতাকে ছাপিয়ে এদিন একটি গাছের মধ্যে যেভাবে চল্লিশ বছর বয়সী এক মহিলা এবং বিয়াল্লিশ

বছরের এক তরুণকে বেঁধে রাখা হয়, তাও বিনা পোশাকে, তা এককথায় সভ্য সমাজের জন্য কলঙ্ক। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই দিকে দিকে নিন্দার ঝড় বইছে। ছিঃ



ছিঃ রব উঠেছে স্বরাষ্ট্র দফতরের ভূমিকা, উক্ত এলাকাবাসীর দাদাগিরি এবং সার্বিকভাবে প্রশাসনের ব্যর্থতার উপর। শুধু গাছে বেঁধে রাখাি নয়, উলঙ্গ দুই নারী-পুরুষের ছবি নিজেদের মোবাইলে বন্দি করতেও ব্যস্ত

ছিলেন একাশ। এদিনের এই ঘটনা আদতে রাজ্যের সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে জঘন্যতম অপরাধ হিসেবেই চিহ্নিত। গোলাঘাটের পালপাড়া অঞ্চলের মহিলা এবং



বিশালগড়ের অফিসটিলা অঞ্চলের এক তরুণকে এদিন যখন বিবস্ত্র করে গাছে ঝুলিয়ে এলাকাবাসী তাম্বব নৃত্যে মাতো উঠে, তখন কার্যত দেশের আজো কালি কামূত মহোৎসব এবং রাজ্যের পূর্ণরাজ্য দিবস ● এরপর দুইয়ের পাতায়

স্মার্ট সিটির স্কুলে পিস্তল প্রদর্শন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি - স্কুলের ভেতর পিস্তল উচিয়ে নেশা দ্রব্য বিক্রি করতে গিয়ে আটক এক নাবালক সহ দু’জন। নিরাপদ বলে কথিত উচ্চ আদালতের কাছে একটি স্কুলে এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রছাত্রীরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে বলে জানা গেছে। ধৃতদের নেশা দ্রব্য সমেত গ্রেফতার করে নিয়ে যায় এনসিপি থানার পুলিশ। তাদের মধ্যে একজনের নাম শম্ভু কুমার রায়। অন্য একজন ১৪ বছরের নাবালক। প্রত্যক্ষদর্শীরা তাদের কাছে পিস্তল দেখলেও পুলিশ এই ঘটনায় কিছু বলতে পারােন। এমনকি পিস্তল ছিল কিনা তা নিয়ে পুলিশ মন্তব্য করেনি। নেশা দ্রব্য বিক্রি করতে যাওয়ার অভিযোগ নেওয়া হয়েছে ধৃত দু’জনের বিরুদ্ধে। বৃথবার এই ঘটনা ভগৎ সিং হিন্দি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। উচ্চ ● এরপর দুইয়ের পাতায়

সোজা সাস্প্টা জিতলে হিরো

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে দেশের পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন নাকি কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি এবং বিরোধী কংগ্রেস দলের কাছে একটা অ্যাসিড টেস্ট। ঠিক একই ঘটনা বা একই ইস্যু হতে পারে ত্রিপুরায়। ২০২৩ ত্রিপুরা বিধানসভা ভোটের আগে ২০২২-এ যদি বেশ কিছু কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন হয় তাহলে বিষয়টি শাসক বিজেপি এবং বিরোধী কংগ্রেস দলের কাছে এই উপ-নির্বাচন ২০২৩ বিধানসভা ভোটের অ্যাসিড টেস্ট হতে পারে। চার বছরে বিজেপি রাজ্যে কতটা শক্তিশালী রয়েছে তা যেমন উপ-নির্বাচনে বোঝা যাবে তেমনি সুদীপ-রা কংগ্রেসে যাওয়ায় কংগ্রেস কতটা তৈরি হলো তা বোঝা যাবে। ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের মানুষও কোন দিকে ঝুঁকে আছে তা বোঝা যেতে পারে উপ-নির্বাচনে। বিশেষ করে (যদি উপ-নির্বাচন হয় তাহলে) আগরতলা কেন্দ্র ও বড়দোয়ালি কেন্দ্রে। বিজেপি-র সামনে অবশ্য বেশি চ্যালেঞ্জ কেননা কেন্দ্রে এবং রাজ্যে দল ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও দলের দুই বিধায়ক দল ছেড়ে কংগ্রেসে গেছেন। এরায্যে শাসক দলের কোন নেতা তার বিধায়কের মেয়াদ থাকা সত্ত্বেও অন্য দলে গেছেন তা এককথায় নজিরবিহীন। উপ-নির্বাচন অবশ্য সুদীপ, আশিস-র জন্যও তাদের রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম ঘটনা হতে পারে। জিতলে হিরো আর হারলে ২০২৩-এ কংগ্রেসের ক্ষমতায় আসা হয়তো নাও হতে পারে।

আদালতে প্রতিবাদী অনিন্দিতার জয়

● **আটের পাতার পর** - বর্মণ। উচ্চ আদালতে তিনি জানান, ফেসবুকের পোস্টের সঙ্গে টিএমসি’র কোনও সম্পর্ক নেই। সামাজিক মাধ্যমে ব্যক্তিগত মতামত রেখেছিলেন অনিন্দিতা। শুনানি চলাকালীনই ফেসবুকের পোস্ট ঘিরে সাময়িক বহিষ্কারের নির্দেশ নিয়ে আলোচনা হয়। বেকায়দায় পড়ে সাময়িক বরখাস্তের নির্দেশটি দু’দিনের মধ্যে তুলে নেওয়া হবে বলে আদালতে জানান টিএমসি’র আইনজীবী প্রদ্যোতা ধর। তখন আদালতে উপস্থিত ছিলেন অনিন্দিতার বাবা অরুণ চন্দ্র ভৌমিকও। যদিও তিনি উচ্চ আদালতে কোনও মন্তব্য করেননি। আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণের সঙ্গে মামলায় অনিন্দিতার পক্ষে সহওয়াল করেন সমরজিৎ ভৌমিক এবং কৌশিক নাথ। জানা গেছে, বিভাগীয় তদন্তের উপর চ্যালেঞ্জ করা মামলাটি নিয়ে এখনও উচ্চ আদালত কোনও রায় ঘোষণা করেনি। তবে সামাজিক মাধ্যমে অনিন্দিতার পোস্ট ঘিরে মামলাটি বাতিল হয়ে গেছে। উচ্চ আদালত বাকস্বাধীনতার পক্ষে রায় দিয়েছেন। এদিন শুনানি ঘোষণার পর সামাজিক মাধ্যমে আবারও নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অনিন্দিতা ভৌমিকা। তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন— উচ্চ আদালতের আদেশমূলে তার চাকরি’র সাসপেনশন নির্দেশ তুলে দেওয়া হয়েছে। তাকে অভিনন্দন জানিয়েও সামাজিক মাধ্যমে একাধিক পোস্ট করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, অনিন্দিতাকে জন্দ করতে গিয়ে রাজ্য পুলিশ বেকায়দায় পড়ছিল। তার বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে পাল্টা পালিয়ে যেতে হয়েছিল দুই মহিলা পুলিশ কর্মীকে। এই ঘটনার পর এবার সামাজিক মাধ্যমে বাকস্বাধীনতা প্রকাশের জন্য তার পক্ষেই রায় গেলো। এই রায়ের ফলে সামাজিক মাধ্যমে নিজের মত প্রকাশে আরও স্বাধীনতা পেলেন বহু নাগরিক। একই সঙ্গে পিছিয়ে আসতে হলো টিএমসিকেও।

সীমান্তে গুলিবিদ্ধ দুই যুবক

● **আটের পাতার পর** - প্যচারকারীরা বিএসএফ জওয়ানের সঙ্গে ধস্খাধি শুরু করে। প্যচারকারীদের আক্রমণের মুখে পাড়ে বিএসএফ জওয়ান বাধ্য হয়ে রাবার বুলেট ছুড়েন। এই রাবার বুলেট দুই প্যচারকারীর উপর লাগে। দু’জনকেই আহত অবস্থায় রহিমপুর বাজারে নেওয়া হয়। সেখান থেকে বন্ধনপর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নিয়ে যায় এলাকার কয়েকজন ব্যক্তি। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা দুই আহতকে পাঠিয়ে দেন জিবিপি হাসপাতালে। এই ঘটনায় সীমান্তে উত্তেজনা তৈরি হয়। অন্যদিকে, রহিমপুর সীমান্তে এক বিএসএফ জওয়ানের রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পর এই রাইফেল উদ্ধার হয়। দু’মাস আগেও রহিমপুর সীমান্তে বিএসএফ’র গুলিতে জখম হয়েছিল সাইফুল ইসলাম নামে এক যুবক। সীমান্ত এলাকা দিয়ে প্যচারের সময় সংঘর্ষের ঘটনা বাড়ছে বলে অভিযোগ। এসব ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধেই অভিযোগ উঠছে। নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। প্যচারকারীরা যে কারণে খুব দ্রুত বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়ে উঠছে। তাদের কাছ থেকে কমিশন পেয়ে পুলিশ কোনও ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। জখম যুবকরা নিজেদের প্যচারকারী বলে মানতে অস্বীকার করছে। তাদের বক্তব্য, সীমান্তের কাছে ভোরে ব্রাশ করছিলেন। এমন সময় বিএসএফ গুলি ছুড়িয়ে।

মামলায় উচ্চ আদালতের রায়

● **আটের পাতার পর** - দেবনাথকে দেহাী স্যাবস্ত করেন। তাতে চার লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানার টাকা না দিলে এক মাসের কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা করা হয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে জেলা আদালতে গিয়েও মামলায় পরাজিত হন মানিক দেবনাথ। শেষ পর্যন্ত আইনজীবী বিপ্লব দেবনাথের সাহায্যে ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে রিভিশন পিটিশন দাখিল করেন মানিক দেবনাথ। অন্যদিকে নারায়ণ চন্দ্র সাহাও একটি আবেদন জমা করেন উচ্চ আদালতে। এই আবেদন নারায়ণবাবুর দাবি, তার থেকে ৪ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা নিয়েছিলেন মানিকা। কিন্তু আদালত ৪ লক্ষ টাকা ফিরিয়ে দিতে বলেছে। আইন অনুযায়ী এই টাকার দ্বিগুণ তিনি পাওয়ার কথা। বিচারপতি টি অমরনাথ গৌড়ের কোর্টে মামলাটির শুনানি হয়। শুনানির পর রায় ঘোষণা করে আদালত। বিপ্লববাবুর দাবি, নারায়ণকে তার মর্য্কে চেনেন না। তাকে কোনও চেকও দেননি। তার কাছ থেকে একটি চেক হারানো গিয়েছিল। এজন্য তিনি থানায় মামলা এক বছর আগেই এজি জিডি করছিলেন। এছাড়া যে চেকটি বাউন্স হওয়ায় কথা বলেছে এর মধ্যে স্বাক্ষরও মানিকের নয়। উচ্চ আদালতে মানিক দেবনাথের কাছ থেকে টাকা পাবেন এই ধরনের কোনও আইনত প্রমাণ জমা করলে পারেননি নারায়ণ চন্দ্র সাহা। মূলতঃ এই কারণেই উচ্চ আদালত চেক বাউন্স মামলা থেকে মানিককে খালাস করে দেয়। অন্যদিকে, নারায়ণ চন্দ্র সাহার আবেদনও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

বাইক চুরি

● **আটের পাতার পর** - পালিয়ে গেছে চোর। চোরের মাথায় হেলমেটও ছিল না। অথচ হেলমেট বিহীন বাইক চালককে দেখে কোথাও আটক পর্যন্ত করা হয়নি। এই ঘটনা ঘিরে পুলিশের উপরও ক্ষোভ বেড়েছে উপস্থিত সাংবাদিকদের। একদিন আগেই আগরতলায় তিনটি বাইক চুরির অভিযোগ জমা পড়েছে থানায়। একের পর এক বাইক চুরির ঘটনায় অতিষ্ঠ শহরবাসীরা।

ফেসবুক লাইভে

● **ছয়ের পাতার পর** শুনেছি। অত্যন্ত দুঃখজনক। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে সে কথাও শুনেছি। তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। রাজীবজির দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।” এর পরই উত্তরপ্রদেশ সরকারকে নিশানা করে প্রিয়াঙ্কার মন্তব্য, “গোটা উত্তর প্রদেশ জুড়ে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের এমনই হাল হচ্ছে। নোটবন্দি, জিএসটি এবং লকডাউনের প্রভেে তাঁদের অবস্থা তলানিতে এসে ঝেঁকেছে।”

সিবিআই’র নোটশ

● **ছয়ের পাতার পর** মন্তব্য করেননি বা ব্যাখ্যা দেননি। গরু পাতার কাণ্ডের তদন্তে রাজ্য পুলিশের বেশ কয়েক জন কর্তা ও নিচু তলার কিছু ইনসপেক্টরকে ইতিমধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিবিআই ও ইডি। রাজ্যের এক মন্ত্রী এবং আইনজীবীকেও তলব করা হয়েছে।

নয়া উত্তরপ্রদেশ গঠনের স্বপ্ন প্রিয়াঙ্কার নজরে

লখনউ, ৯ ফেব্রুয়ারি।। রাত পোহালেই উত্তরপ্রদেশ সহ পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোট। লোকসভা নির্বাচনের আগে সবার নজর উত্তরপ্রদেশের দিকে। আর সেই নির্বাচনের দিকে তাকিয়েই ইন্তেহার প্রকাশ করলেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। বুধবার লখনউতে দাঁড়িয়ে ভোটের ঠিক আগের দিন এই ইন্তেহার প্রকাশ করলেন তিনি। মহিলাদের উন্নতি, কর্মসংস্থান থেকে ছোট ব্যবসায়ীদের সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও একাধিক যোজনার কথা বলা হয়েছে। কার্যত নয়া উত্তরপ্রদেশের স্বপ্ন প্রিয়াঙ্কার ইন্তেহারে। উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা এবার কার্যত ডান-বাম সবার কাছেই পাখির চোখ। তবে কংগ্রেসের ইন্তেহারে একাধিক প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস সরকার আসলে বিদ্যুৎ বিলে ছাড়ের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ২৫

পুরস্কৃতরা

● **প্রথম পাতার পর** তা নিশ্চিতভাবে তাদেরকে পুলিশ প্রশাসন থেকে এখনও জানানো হয়নি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকেও কেউ এনিয়ে তাদের কোনও বার্তা দেওয়া হয়নি। পুলিশ সদর দফতরের একটি সূত্রে জানা গেছে, এখনও পর্যন্ত গত বছরের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপকদের মেডেল আসেনি। যে কারণে এর বছর প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল অনুষ্ঠানে তাদের হাতে ট্রফি বা পুরস্কার তুলে দেওয়া যায়নি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করলেও সাধারণত কেউ গিয়ে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার নিতে যেতে পারেন না। তাদের মেডেল বা ট্রফি রাজ্যগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এরপরই রাজ্য পুলিশের অনুষ্ঠানের মধ্যে পুরস্কার প্রাপকদের হাতে ট্রফি এবং মেডেল তুলে দেওয়া হয়। কবে নাগাদ গত বছরের রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক প্রাপ্ত অফিসাররা মেডেল পাবেন তাই এখন দেখার।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর** যত্নবান হতে ও গুরুত্বের ভিত্তিতে কাজ করার পরামর্শ দেন। তার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য সরকার ঠিক কি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানুষের কল্যাণে কাজ করছে সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেও মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন। পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মী ও আধিকারিকগণ মুখ্যমন্ত্রীকে অবগত করেন এভাবে পরিষেবা গ্রহণকারীদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেশির মতো বাড়ছে তেমনি সমস্যার নিম্নীকরণেও সাফল্য আসছে। এই মতবিনিময় কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধান সচিব জে কে সিনহা, এজি পুনীত রঞ্জনী, তথ্য প্রযুক্তি দফতরের সচিব পুনীত আগরওয়াল প্রমুখ।

সিরিজ জয়

● **সাতের পাতার পর** ক্যাচ ফস্কান সুন্দর। যদিও সেই ওভারেই অ্যালেনকে আউট করেন সিরাজ। পরের ওভারেই ৩৪ রানের মাথায় হোলেনকে আউট করেন শার্দুল। ভাস কাচ ধরেন পঙ্খ। তার পরে দেখা গেল ওডিয়েন স্মিথের ঝোড়ো ব্যাটিং। গুরু করলেন শার্দুলকে পর পর দুটি হক্কা মেরে। যে ভাবে ব্যাট ঘোরাল্বিচ্ছেন তাতে দেখে মনে হচ্ছিল ব্যাটের কাণায় লাগলেও বল মাঠের বাইরে চলে যাবে। কিন্তু ২৪ রানের মাথায় তিনি আউট হতেই ম্যাচ হাতছাড়া হয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের। ভারতের হয়ে ৯ ওভারে মাত্র ১২ রান দিয়ে ৪ উইকেট দেন প্রসিদ্ধ। শার্দুল পান ২ উইকেট।

বিদ্রূপ উপেক্ষা করেই কারফিউ

● **প্রথম পাতার পর** এই নির্দেশিকাটি সার্বিকভাবে প্রমাণ করে, করোনা বিষয়ক গাইডলাইন রূপায়ণের ক্ষেত্রে যেমন ব্যর্থ প্রশাসন, ঠিক একইভাবে ব্যর্থ সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের ভূমিকা। রাত এগারোটা থেকে নাইট কারফিউ জারি করার পেছনে সত্যি যে কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে না, তা হাড়ে হাড়ে বোঝেন সকলে। কিন্তু সরকার বলে কথা! রাজ্যের জগদগণের জন্যে যে নির্দেশিকাটি প্রকাশ করল সরকার, তা মানতে অনেকেরি ব্যাধ্য থাকেন। বাস্তবিক অর্থে এর যে কোনও গঠনমূলক দিগ্ ধরা পড়ে না, তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। করোনা নাইট কারফিউ মেয়াদ আরও ১০দিন বাড়ানো হয়েছে। সংক্রমণের হার ১’র নিচে নামলেও সরকার নাইট কারফিউর মেয়াদ ১০দিন বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে এই ১০দিন নাইট কারফিউর সময় হবে রাত ১১টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত। শীতের মধ্যে রাত ১১টার পর এমনিতেই রাজ্যের রাস্তাঘাট নিস্তব্ধ হয়ে যায়। দোকানপাটও বন্ধ থাকে। এই সময়ে নাইট কারফিউ দিয়ে রাখার যুক্তি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অনেকেই এনিয়ে হাস্য কৌতুক মন্তব্যও করছেন সামাজিক মাধ্যমে। বুধবার মুখ্যসচিব কুমার অলকের স্বাক্ষরিত

প্রভাবিত হয়েছে। সরকার এই বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা করেনি। তবে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসলে এই সমস্ত ব্যবসায়ীদের সাহায্য করা হবে। ছোট ব্রাস্টার বানিয়ে সাহায্য করা হবে বলে জানা যাচ্ছে।একের পর এক ঘোষণা ইন্তেহারে। কংগ্রেসের তরফে দাবি করা হয়ে ছেে যে ক্ষমতায় আসলে তাঁরা আদিবাসী এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা পয়সাতেই পড়াশুনা করানো হবে। কেজি থেকে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এদিন জানিয়েছেন স্কুল ফি কম করা হবে। দু’লক্ষ আনন তৈরি করা হবে। শিক্ষক এবং শিক্ষামিত্র

নিয়মিত নিয়োগ করা হবে।

এছাড়াও উত্তর প্রদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা আমূল পরিবর্তন আনা হবে বলেও দাবি কংগ্রেসের। উত্তরপ্রদেশের ক্ষমতায় কংগ্রেস আসলে ১০ দিনের মাথায় কৃষকদের লেনের বিষয়ে বড় ছাড় দেওয়া হবে। এমনটাই প্রতিশ্রুতি প্রিয়াঙ্কার। একই সঙ্গে প্রতিবন্ধী মানুষদের পেনশন বৃদ্ধি থেকে শুরু করে উদ্যোগপতিদের সাহায্য করা। একাধিক বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে প্রিয়াঙ্কার প্রতিশ্রুতিতে। এছাড়াও একাধিক মানুষের কল্যাণে যোজনা নিয়ে আসা হবে বলেও জানিয়েছেন কংগ্রেস নেত্রী।

খালেদা জিয়া বাংলাদেশের ‘মাদার অব ডেমোক্রেসি’ ঃ কানাডিয়ান হিউম্যান রাইটস

মাজুম বিব্লাহ, ঢাকা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। কানাডিয়ান হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (সিএইচআরআইও) বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী নেত্রী খালেদা জিয়াকে ‘মাদার অব ডেমোক্রেসি’ সম্মাননা দিয়েছে। ঢাকায় মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে কানাডার ওই সংগঠনের দেওয়া ক্রেস্ট ও সনদ স্যাবাদিকদের দেখান বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুলইসলাম আলমগীর। তারসম্মান্য তিনি গুলশানে খালেদা জিয়ার বাসায় গিয়ে তার হাতে ওই সম্মাননাপত্র পৌঁছে

দেন। সংবাদ সম্মেলনে মির্জা বলেন, “আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আপনাদের জন্যেতে চাই, কানাডিয়ান হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন, তারা গণতন্ত্রের প্রতি দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অসামান্য অবদান এবং তিনি যে এখনো গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্যে কারাবরণ করছেন, অসুস্থ অবস্থায় গৃহবন্দি অবস্থায় আছেন, এসব কারণে এই প্রতিষ্ঠানটি দেশনেত্রীকে মাদার অব ডেমোক্রেসি আওয়ার্ড প্রদান করেছে।”দুই বছরকারবাসেরপরবিশেষ

সিপিআইএম যদি অনাস্থা আনে তাহলে সরকার সংকটের সম্মুখীন হতে পারে। এই মুহূর্তে দু’জনের পদত্যাগ, একজনের মৃত্যু, একজনকে বহিষ্কার এর ফলে বিধানসভায় আস্থা বিজতবে ম্যাজিক ফিগার হবে ২৯। বিজতের একারই রয়েছে ৩৩। আইপিএফটি সন্দেহ না থাকলেও সংকটের কারণ নেই। কিন্তু

স্মার্ট সিটির স্কুলে পিস্তল প্রদর্শন

● **প্রথম পাতার পর** আদালত থেকে সামান্য এগিয়ে এই সরকারি স্কুল। এই স্কুলে বেশিরভাগ ছাত্র আশপাশ এলাকার। গোয়ালাবড়ির বাসিন্দাদের সন্তানদের এখানেই পড়াতে পাঠানো হয়। জানা গেছে, স্কুলে শস্ত্র এবং তার এক সহযোগী নেশা দ্রব্য বিক্রি করছিল। তাদের প্রত্যক্ষদর্শীরা আটক করতে গেলেই পিস্তল বের করে নেয় শস্ত্র। পিস্তল উন্টিয়ে ভয় দেখাতে শুরু করে দেয়। এই আতঙ্কে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা খবর দেন এনসিসি থানায়। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে দু’জনকে আটক করে। তাদের কাছ থেকে নেশা দ্রব্যও পায়। কিন্তু পিস্তল তাদের কাছে পায়নি বলেই পুলিশের দাবি। আবার প্রত্যক্ষদর্শী একজনের অভিযোগ, দু’জনেই আটক করার পরও কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারকে মোবাইলে কথা বলতে দেখা যায়। এরপরই থানায় নেওয়া হয় দুইজনকে। কিন্তু পিস্তল উদ্ধারের ঘটনা আর পুলিশের মুখে শোনা যায়নি। পিস্তলটি কোথায় গেছে তা নিয়ে রহস্য দেখা দিয়েছে। গোয়ালাবড়ি, খেজুরবাগান এলাকার নেশা দ্রব্য বিক্রি অনেক বেড়েছে বলে অভিযোগ। প্রত্যেকদিন সকাল থেকেই এই এলাকায় নেশা দ্রব্য বিক্রির খুড় আসের বসে। শহর এলাকায় বহু যুবক ভিড় জমাতে শুরু করেন এই এলাকায়। নেশা দ্রব্য কারবারিদের নজরে এখন পড়েছে খেজুরবাগানের ভগৎ সিং স্কুলের দিকে। এই স্কুলে গত কিছুদিন ধরেই নেশা দ্রব্য বিক্রি করা হয় বলে অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত হাতেনাতে ধরা হয় দু’জনকে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে সহজেই পিস্তল এবং নেশা দ্রব্যের সঙ্গে যুক্ত বড় অভিযুক্তদের নাম বেরিয়ে আসবে বলেও প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি। এমনিতেই গোয়ালাবড়ি এলাকার নেশা কারবারিরা নিয়ে পিস্তল আছে বলে অভিযোগ রয়েছে। স্মার্ট সিটির পুলিশ মহাকরণের বাইরে রাস্তার পাশে বেশ কয়েকটি সিসি টিভির ক্যামেরায় এসব দেখতে পাান না বলে অভিযোগ রয়েছে। দ্রুত নেশাদ্রব্য কারবারিদের বিরুদ্ধে পুলিশ যুস নেওয়া বন্ধ করে অভিযান না করলে গোটা এলাকা দুষ্কৃতিদের দখলে চলে যাবে বলে দাবি স্থানীয় অনেকের।

শৃঙ্খলাহীন পুলিশ

● **প্রথম পাতার পর** স্পেশাল ব্রাঞ্চ বা গোয়েন্দা শাখার কাজই হচ্ছে গোপন খবর বের করে কোথায় অপরাধ হতে পারে তার আগাম সতর্কতা দেওয়া। গোয়েন্দা শাখা’র উপরেই নির্ভর করে নিরাপত্তা কতটা বজায় রাখতে পারবে পুলিশ, আইন-শৃঙ্খলা কতটা ঠিক থাকবে। সেই পুলিশ যে নিজের কাজ করছে না, তার স্বাক্ষর প্রতিদিনই আছে। প্রতিদিনই রাস্তায় লাশ উদ্ধার হচ্ছে রাজ্যে। নেশার কারবারে ছেয়ে গেছে,ছাত্রদের মধ্যেও মারণ নেশা দ্রুত ছড়িয়ে গেছে। পুলিশকে পুরোপুরি দলেশ্য বানানো হয়ে গেছে।পুলিশের সামনে বিপ্লবী রাজনেত্রীকে অফিস ভাঙা হয়, পত্রিকা অফিসে আগুন দেওয়া হয়, পুলিশ দাঁড়িয়ে দেখে, কারণ আক্রমণকারীরা শাসক দলের নেতা-কর্মী ও তাদের বিরুদ্ধে কিছু না করার অলিখিত নির্দেশে রয়েছে পুলিশের প্রতি। বিরোধীদের ওপর আক্রমণ হলেও, ভিডিও-সহ প্রমাণ পুলিশের কাছে দিলেও আসামিরা ঘুরে বেড়ায়, এখানে-সেখানে প্রদীপও জ্বালান তারা।পুলিশকে অর্থ’র করে দিতে দিতে পুলিশের পেশাদারিভূই ঘুপে খেয়ে নিয়েছে। ইডনিফর্ম সার্ভিসকে দলীয় রাজনীতির স্বার্থে লাগানোর ফলে বাহিনীর মেরুদণ্ডই ভেঙে গেছে। তার সাথে রেশন মানি ইত্যাদি নিয়ে নানা ক্ষোভ জমা হয়েছে। আসামিদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নিতে নিতে পুলিশ তার নিজের কাজই ভুলে গেছে, এমনকী নিজেদের থানা আগ্রহত হলেও কারও বিরুদ্ধে কিছু করার ক্ষমতা নেই পুলিশের, ব্যর্থ পুলিশ হতেও মেরুদণ্ডই ভেঙে গেছে, ফলে পুলিশ শিকেরে উঠেছে। শৃঙ্খলা শিকেরে না উঠলে অফিসেই মদের বোতল ও আনুসঙ্গিক জিনিস নিয়ে পুলিশ কর্মীরা বসতে পারেন না। পেশাদারিত্ব ভুলে যাওয়া, মেরুদণ্ড বিকিয়ে দেওয়া পুলিশে জাঁকিয়ে বসেছে যেমন-খুশি-চল নীতি। আর তার খেসারত দিচ্ছেন সাধারণ মানুষ। ঘর থেকে মাদ্ কিনতে যাওয়ার পথে খুন হয়ে যান ব্যবসায়ী। রাস্তায় লাশ পড়ে থাকে। সম্ভ্রাসবাদীরা চাঁদার নোটশি দিয়ে যায়। আগুনে পুড়ে পত্রিকা অফিস। খোয়াইয়ে এক বিডিও হাতেনাতে ধরা পড়েছিলেন লাঞ্চে মদ পান করতে করতে। যোগাযোগ তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। কনস্টেবল সৃজন চৌধুরীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হতেও পারে,তিনি অফিসার নন। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পুলিশকে দলীয় স্বার্থে উর্দি ভাড়া দেওয়া বন্ধ করতে হবে, আসামি ধরতে হবে,রাজনৈতিক পরিসরে মুখ ঘুরিয়ে নিশান চলবে না।

বুমেরাং!

● **প্রথম পাতার পর** কর্নেই দফতর আদালতকে এই মর্মে হলফনামা দেবে যে শিক্ষার টেটে বসতে আর্থই। আর এতেই শিক্ষকদের মাথায় কাঁঠাল ভেদে আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাবে সরকার। আর এই ফন্দি বুঝতে পেরেই প্রতিটি সংগঠনের নেতারা শিক্ষকদের এই বিষয়ে সতর্ক করে দেয়। তার তাই বিভিন্ন আইএস অফিস থেকে শুরু করে জেলা শিক্ষা দফতরের আধিকারিকদের প্রবল চাপ সত্ত্বেও এই শিক্ষকরা টেটে কোচিংয়ে ভর্তির আবেদনপত্র জমা দেয় নি। স্বভাবতই দফতর কর্তাদের উর্বর মস্তিষ্কে ওভার টাইম পাটিয়ে তৈরি করা এমন একখান ফন্দি এখন বুমেরাং হওয়ার পথে। আর এতেই বাড়ছে রক্তচাপ। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, সমগ্রশিক্ষার শিক্ষকদের নেতা স্কুল দেব’র পর স্ত্রীমকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উচ্চ আদালতে আরো একটি মামলা দায়ের করে ছেে শিক্ষক ভজন সেনও শ্রীলেন দেববর্মার। যার নম্বর ডিউও পি (সি) / ১৩৪/২০২২। বুধবার মামলাটি প্রথম শুনানির জন্য উঠলে মহামান্য আদালত আগামী ১৬ মার্চের মধ্যে হলফনামা দায়েরের জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেয়। এখন দেখার বিষয়, একটি ফন্দি বুমেরাং হওয়ার পর সরকার তথা দফতর শিক্ষকদের টেটের জালে আটকাতে আর কি কি ফন্দি রচনা করে।

নজির রাজ্যে

● **প্রথম পাতার পর** উদ্‌যাপনের সমস্ত আয়োজন আদতে মুখথুবেড় পেড়ে। এ কেমন দেশ? এ কেমন শাসন ব্যবস্থা? রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন কর্তা/ব্যক্তির দিনভর সামাজিক মাধ্যমে নতুন নতুন পোশাকে ছবি দেওয়াতে ব্যস্ত। পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাব্যক্তির মাঠে-ময়দানে নেমে নয়, সরকারি ঠান্ডা ঘরে বসেই দায়িত্ব পালনে এখন অভ্যস্ত। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বহু অন্তূন মাঞ্চেরি পুলিশ কর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন, উনারা যাতে মাঠে-ময়দানে থেকে পরিষেবা প্রদান করেন। কিন্তু কে শুনে কার কাহণ? এদিন ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর প্রায় ৪৫ মিনিট পরিয়ে গেছে, তার পর টাকারাজলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গেছেন বলে অভিযোগ। এলাকার অনেক নাগরিক যখন গাছে বিবস্ত্র করে বুলানো এক নানা ও পুরুষকে ছবি তোলায় ব্যস্ত নিজেদের মোবাইলে, তখন কোনওক্রমে ঘটনাস্থলে থেকে তাদের উদ্ধার করে টাকারাজলা থানায় নিয়ে আসা হয়। বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রাজ্যের মানবাধিকার কর্মীরা ময়দানে নামবেন বলে খবর। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের সুনির্দিষ্ট কয়েকটি ফোরামে বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ পাঠানো হয়েছে। এদিনের এই ঘটনায় রাজ্য মহিলা কমিশন কোনও ব্যবস্থা নেবে কিনা তা সময় বলবে। মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন নিজের রাজনৈতিক অবস্থানের দুর্বলতার কারণে রাজ্যের নীতিড়িত নারীদের পাশে দুরন্ত গতিতে দাঁড়াতে পারেন না বলেই নানা মহলে অভিযোগ রয়েছে। তবে এদিনের এই নৃশংস ঘটনাটি বর্ণালীদেবীরে হৃদয় স্পর্শ করতে পারবে কিনা, তা সময়ই বলে।

সরকারি জয়গা

● **প্রথম পাতার পর** চল যায়, তবে এলাকাবাসী সমস্যায় পড়বেন। তাছাড়া কী করে পিষ্টু আচার্য এই জমি বিক্রি করে দিচ্ছেন, সেই প্রশ্নও তোলা হয়েছে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছাড়া পিষ্টু আচার্য এই জমি

বিক্রি করতে পারেন না বলেও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই

দেড় কানি জয়গার খতিয়ান নম্বরও উল্লেখ করা হয়েছে চিঠিতে।

১/২৩৭। জমি নিয়ে ধান্দাবাজি লাগাম ছাড়িয়ে গেছে। এলাকায়

এলাকার শাসকপন্থীরা সিন্ডিকেট করে জমির কারবার করছেন। কেউ

জমি বেচতে বা কিনতে চাইলেই তাদের খপ্পড়ে পড়তে হয়। নেতাদের

হাত না ধরে জমি কেনা-জমা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। জমির এই

বখড়া অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছায়। যেট যত এগিয়ে আসছে, ততই জমি

দস্যুর আরও সক্রিয় হয়ে উঠছে। শেষ একবছরে খাবলাখালি করে যে ঘটটা

কমিয়ে নিতে পারেন, সেটাই এখন মূল ধাপ। আর এই ধাপটা চাপে জন

বের হচ্ছে সাধারণ মানুষের।

রুকে রুকে গর্জে উঠলো তৃণমূল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর/ বন্ধনগর/ উদয়পুর/ খোয়াই/ তেলিয়ামড়া/ বিলোনিয়া/ কদমতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি। ১১ দফা দাবিকে সামনে রেখে রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে বুধবার এক যোগে ডেপুটেশন প্রদান করে তৃণমূল কংগ্রেস। এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আবারও তারা জানান দিতে চেয়েছে গোটা রাজ্যে তৃণমূলের প্রভাব কতটা বিস্তার লাভ করেছে। এক কথায় সব ব্লক এলাকায় এদিন তৃণমূলের স্লোগান উচ্চারিত হয়েছে। তবে সব জায়গায় মিছিল



করা সম্ভব হয়নি। এর পেছনে অবশ্যই সাংগঠনিক দুর্বলতা মূল কারণ হতে পারে। কিন্তু দলের স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক সুবল ভৌমিকের অভিযোগ, বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ তাদের মিছিল আটকে দিয়েছে। এমনকী মহিষ্রোফেন ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বাধা দেওয়া হয় বলে তার অভিযোগ। সুবল ভৌমিক এদিন উত্তর জেলার কদমতলা এবং কালাছড়া ব্লকের ডেপুটেশন

কর্মসূচিতে অংশ নেন। স্টিয়ারিং কমিটির অন্যান্য নেতারা বিভিন্ন এলাকায় ডেপুটেশনের নেতৃত্ব দেন। এদিন সকালে ধর্মনগর পৌঁছে সুবল ভৌমিক জেলা কার্যালয়ে দলীয় কার্যকর্তাদের নিয়ে বৈঠকে মিলিত হন। এরপর সবাইকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন ডেপুটেশনের উদ্দেশ্যে। প্রথমে কালাছড়া ব্লকে, পরে যুবরাজনগর এবং তার শেষে কদমতলা ব্লকে ডেপুটেশন কর্মসূচিতে অংশ নেন। প্রত্যেক জায়গায় পুলিশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল কঠোর।

হাড়া যে কেউ তৃণমূলে আসতে পারেন। এদিকে বন্ধনগরেও হাতে-গোনা লোকজন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে বিডিও'র কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। প্রথমে দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে তারা মিছিল নিয়ে নেতৃত্ব জানান, তাদের দাবিগুলির প্রতি বিডিও সহমত পোষণ করেছেন। অনেকেই বলছেন এই কর্মসূচির আগে সুদীপ রায় বর্মণ এবং আশিস কুমার সাহা কংগ্রেসে যোগদান করায় তৃণমূলের কর্মসূচিতে প্রভাব ফেলেছে। অনেকেই এখন কংগ্রেসে যোগদানের সুযোগ খুঁজছেন। তাই তৃণমূলের কর্মসূচিতে লোকসমাগম খুবই কম দেখা গেছে। উদয়পুরেও একইভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে মাতাবাড়ি ব্লকের বিডিও'র কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। সেখানে মিছিল না হলেও প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন প্রদান করেন নেতারা। খোয়াইয়েও শাসক দলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে বিডিও'র কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। এদিন এক প্রতিনিধি দল পদ্মবিল এবং তুলাশিখর ব্লক আধিকারিকের কাছে দাবিসদন তুলে দেন। বিলোনিয়াতেও মিছিল করে ডেপুটেশন প্রদান করেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। বনকর বাজার থেকে তাদের মিছিল শুরু হয়। বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ব্লক অফিসের সামনে গিয়ে শেষ হয় মিছিল। সেখান থেকে ৫ জনের প্রতিনিধি দল বিডিও কাবেরী নাথের সাথে দেখা করে দাবিসদন তুলে দেন।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৯ ফেব্রুয়ারি। রাজ্যে উন্নয়নের বন্যা বয়ে চলছে বলে শাসকদলের তরফ থেকে দাবি করা হলেও বাস্তবে তার কোনো মিল নেই বলে অভিযোগ সাধারণ জনগণের। রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে শাসকদলের এক প্রকার তুলোখোনা করল আন্দোলনরত জনজাতি অংশের জনগণ। বহুবার রাস্তা সংস্কারের দাবি করে আসলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। অবশেষে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে সরব হল গ্রামবাসীরা। দীর্ঘদিন যাবৎ রাস্তার অবস্থা বেহাল দশায় পরিণত হয়ে থাকলেও সংশ্লিষ্ট দফতরের জানিয়েও কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। ফলে একপ্রকার বাধা হয়ে বুধবার জম্পুইজলা আরডি ব্লকের অন্তর্গত রায়পাড়া এলাকার জনগণ রাস্তা অবরোধ করে বসে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, জম্পুইজলা থেকে বেলবাড়ি যাওয়ার রাস্তাটি দীর্ঘদিন যাবৎ বেহাল অবস্থায় পরিণত হয়ে রয়েছে। বেহাল অবস্থার দরশন প্রতিনিয়ত যান দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। বহুবার এ

বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরে জানানো কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না বলে অভিযোগ। ফলে বাধা হয়ে এদিন এলাকার জনগণ থেকে শুরু করে যান চালকরা মিলিতভাবে রাস্তা অবরোধ করে বসেন। জম্পুইজলা হয়ে এ রাস্তাটি দিয়ে বেলবাড়ি, জিরানিয়া ও মোহনপুর সহ শহরের বিভিন্ন প্রান্তের যানবাহন চলাচল করে। কিন্তু এ রাস্তাটি সংস্কারের জন্য কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না সংশ্লিষ্ট দফতর। দ্রুত সংস্কার না হলে দাবিতে এদিন পথ অবরোধ করে বসে জনজাতি অংশের জনগণ। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে জম্পুইজলা আরডি ব্লকের অন্তর্গত পিডরিউডি বিভাগের বিভিন্ন আধিকারিকরা ছুটে যান এবং দ্রুত এ রাস্তাটি সংস্কারের আশ্বাস দেন। অবরোধকারীরা আগামী এক সপ্তাহের সময় বেঁধে দিয়ে তাদের এই পথ অবরোধ তুলে নেয়। এখন দেখার বিষয়, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি আদৌ বাস্তবে পরিণত হয় কিনা।

SHORT NOTICE INVITING TENDER				
On behalf of Governor of Tripura the undersigned invites sealed Quotation of rate in the plain paper for supply of Storage Water Dispensers (80 Ltrs. capacity) for Mandwi R.D. Block, West Tripura under FFC scheme during the year 2021-22.				
The Tender Box will be kept opened for dropping of quotation by the intending Quotationer in the office chamber of the undersigned from 09/02/2022 to 11/02/2022 from 10.00 AM to 3.00 PM except Govt. Holiday and the Box will be opened on the last day at 3.30 pm if possible. Details of tender can be downloaded from website www.westtripura.gov.in, www.tripura.gov.in and www.tenders.gov.in				
Sd/- Illegible (Rimi Debbarma, TCS) Block Development Officer Mandwi R.D. Block West Tripura				
ICA-C-3660-22				

The Executive Engineer, NH Division, Agartala, PWD (NH), West Tripura invites sealed tenders vide PNit No.:- 04/EE-NHD/PWD (NH)/AGT/2021-22, Dated, Agartala, the 8th February, 2022 for hiring of vehicle for the office mentioned below:				
Sl. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1.	DNIT No.09/EE/PWD(NH)/NH DIV/AGT/2021-22	Rs. 4,78,400.00	Rs. 4784.00	10 (ten) months
2.	DNIT No.10/EE/PWD(NH)/NH DIV/AGT/2021-22	Rs. 4,78,400.00	Rs. 4784.00	
3.	DNIT No.11/EE/PWD(NH)/NH DIV/AGT/2021-22	Rs. 3,69,840.00	Rs. 3698.00	01 (one)Year.
4.	DNIT No.12/EE/PWD(NH)/NH DIV/AGT/2021-22	Rs. 3,69,840.00	Rs. 3698.00	
5.	DNIT No.13/EE/PWD(NH)/NH DIV/AGT/2021-22	Rs. 3,69,840.00	Rs. 3698.00	
Tender forms may be collected from the office of the undersigned during the office hour upto 25.02.2022 and last date of dropping of tenders is 28.02.2022 up to 3:00pm . Last Date of receipt of application: 23.02.2022 . Tender to be Opened on: 28.02.2022 at 4.00 P.M. (if possible). <i>For Details please see tender notice</i>				
For and on the behalf of the "Government of Tripura" Sd/- Illegible Executive Engineer NH Division, PWD (NH) Agartala, West Tripura				
ICA-C-3648-22				

খবরের জেরে তদন্তের নির্দেশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ ফেব্রুয়ারি। প্রতিবাদী কলম প্রতিকার খবরের জেরে নড়েচড়ে বসল জেলা শিক্ষা অধিকর্তা দফতর। সুষ্ঠু তদন্ত করার নির্দেশ দেয়া হলো বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষককে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ৭ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদী কলম প্রতিকায় জম্পুইজলা আরডি ব্লকের অন্তর্গত সুধনা দেববর্মণ মেমোরিয়াল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠন নেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গাফিলতি রয়েছে বলে অভিযোগ এনে বিদ্যালয় পরিদর্শক এর নিকট দ্বারস্থ হয় অভিভাবক-অভিভাবিকারা। সোমবার প্রাথমিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক-অভিভাবিকারা জম্পুইজলা



বিদ্যালয় পরিদর্শক এর কার্যালয়ে গিয়ে বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের গাফিলতির বিষয়টি অবহিত করেন সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ের আগে বিদ্যালয় ছুটি দেওয়ার বিষয়টিও বিদ্যালয় পরিদর্শককে জানানো হয়। অভিভাবক-অভিভাবিকাদের অভিযোগমূলে ৭ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদী কলম প্রতিকায় সংবাদটি প্রকাশিত হয়। সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিপাহিজলা জেলা শিক্ষা আধিকারিক হাবুল লোধ বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক তথা বিডিও ধর্মারূপ জমাতীয়াকে বিষয়টি অবগত করেন। এ বিষয়ে ভালোভাবে তদন্ত করার নির্দেশ দেন। কি কারণে প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষক শিক্ষিকারা গা লোমি ভাবে বিদ্যালয় চালাচ্ছে সে বিষয়টি তদন্ত করার নির্দেশ দেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক। সমস্ত বিষয় সঠিকভাবে তদন্ত করে রিপোর্ট পাঠাতে নির্দেশ দেন শিক্ষা আধিকারিক। ছাত্রছাত্রীরা যাতে পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে কোন ভাবে বঞ্চিত না হয় সে বিষয়ে দেখভালের নির্দেশ দেন তিনি। ছাত্র-ছাত্রীদের যাতে স্কুলে আসার ক্ষেত্রে উৎসাহ দেওয়া হয় সে বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

প্রকাশ্য বাজারে জুয়ার আসর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৯ ফেব্রুয়ারি। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় থানা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে বসে উঠি সাফসা পেল যুবকরা নেশায় আসক্ত হয়ে জুয়ার আসর চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ সর্বকিছু দেখেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে বলে অভিযোগ। বাজারের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে নেশায় আসক্ত হয়ে যুবকদের পরিবারের লোকজনও এখন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। বিশালগড় মহকুমার মধুপুর উপরের বাজারের পরিহিতি দেখে সবাই হতবাক। তাদের অভিযোগ, বেশির ভাগ কন্ডারসী ছেলেরা সবজি বাজারে প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জুয়ার মজে থাকছে। লক্ষ লক্ষ টাকার জুয়ার কারবার চলছে সেখানে। জুয়ার আসরের পাশেই এক দোকানে সব ধরনের নেশা সামগ্রী বিক্রি হয়। অথচ মধুপুর থানা সেখান থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে। বাজারের ব্যবসায়ী নেশা এবং জুয়ার আসর দেখে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা করছেন। কারণ, তাদের তরফ থেকে পুলিশে অভিযোগ জানানো হলেও তারা কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। অনেক অভিভাবক জানিয়েছেন, জুয়া খেলার জন্য ছেলেরা ঘরের বিভিন্ন সামগ্রী বাজারে বিক্রি করে দিচ্ছে। কোথাও আবার অপরাধমূলক ঘটনার সাথে নিজেদের যুক্ত করছে। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে আগামী দিনে মধুপুর বাজার জুয়া এবং নেশার স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে বলে তাদের আশঙ্কা। অনেকেই আশঙ্কা করছেন পুলিশকে মাসোহারা দেওয়া হয় বলেই তারা বেআইনি ব্যবসা বন্ধ করতে ততটা সক্রিয় নন। যদি ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে পুলিশবাবুদের উপর কামাইয়ে ভাটা পড়বে। এতে করে যদি যুব সমাজ ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তাদের কোন ক্ষতি নেই। তাই যেকোন দিন নাগরিক সমাজ পুলিশের বিরুদ্ধেই গর্জে উঠতে পারে বলে স্থানীয়দের আশঙ্কা।

নির্দেশ অমান্য করে জেলের ব্যবসা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৯ ফেব্রুয়ারি। উচ্চ আদালতের নির্দেশে স্বাস্থ্য দফতর এবং খাদ্য দফতর যৌথভাবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গজিয়ে উঠা প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ইউনিটগুলিতে লগাতার অভিযান সংগঠিত করেছিল। সেই সব অভিযানে দেখা যায় প্রচুর সংখ্যক ইউনিট বিনা অনুমতিতেই চলছে। তাই সেই সব ইউনিট বন্ধ করে দেওয়া হয়। যার মধ্যে বহিখোড়ার বাইপাস রোড সংলগ্ন একটি ইউনিটও আছে। কিন্তু সেই ইউনিট কিছুদিন বন্ধ থাকলেও পুনরায় ব্যবসা শুরু করে দেন মালিক পক্ষ। কিন্তু বিষয়টি প্রশাসনের নজর এড়িয়ে যায়নি। বুধবার থানা দফতরের আধিকারিকরা অন্য একটি অভিযানে বেরিয়ে দেখতে পান সেই প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ইউনিটে কাজ চলছে। তড়িঘড়ি তারা সেখানে গিয়ে পুনরায় ইউনিট বন্ধ করতে বলেন। প্রসঙ্গ উঠেছে প্রশাসনিক নির্দেশে থাকা সত্ত্বেও কিভাবে মালিক পক্ষ ব্যবসা চালিয়ে

যাচ্ছে? তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই আরও কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক বলে দাবি উঠেছে স্থানীয়দের মধ্যে। এদিন খাদ্য দফতর এবং স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা জেলাবাইাড়ির মাছবাজার-সহ বিভিন্ন দোকানে হানা দেন। মাছ



বাজার থেকে তারা বিভিন্ন মাছের নমুনা সংগ্রহ করেন। আধিকারিকরা জানান, সেই নমুনা পরীক্ষা করে দেখা হবে তাতে ছত্রাক কিংবা ফরমালিন মেশানো হয়েছে কিনা। এদিন বিভিন্ন মুদি দোকানে হানা দিয়ে আধিকারিকরা দেখতে পান অধিকাংশ দোকানে স্বাস্থ্য দফতরের

কোন লাইসেন্স নেই। এক কথায় অবৈধভাবে ব্যবসা চলছে। ফুড সফটি অফিসার সব ব্যবসায়ীদের নির্দেশ দিয়েছেন আগামী ৭ দিনের মধ্যে তারা যেন স্বাস্থ্য দফতর থেকে লাইসেন্স সংগ্রহ করেন। নাগরিকদের তরফে দাবি উঠেছে

এই ধরনের অভিযান যেন নিয়মিত চলে। কারণ, একদিন অভিযান সংগঠিত করে আধিকারিকরা যদি চূপ করে বসে যান তাহলে কখনই বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধ করা সম্ভব হবে না। যেমনটা দেখা গেলে প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ইউনিটের ক্ষেত্রে।

নব্য নেতাদের দৌলতে ধ্বংস বনজ সম্পদ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৯ ফেব্রুয়ারি। কোটি কোটি টাকার বনজ সম্পদ পাচার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই খবর জানে না বন দফতর। নাগরিকরা অনেকেই ভাবছেন বন দফতর হয়তো বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত নয়। কিন্তু অনেকেই আবার অভিযোগ করছেন তাদের

দেববর্মণ, সন্তোষ দেববর্মণ এবং সুরজিৎ দেববর্মণ মিলেই বন সম্পদ ধ্বংস করছে। এ বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে স্থানীয় সমাজসেবী হরিনাথ দেববর্মণ পুলিশ এবং বন দফতরের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তার কথা অনুযায়ী বন দফতর এবং পুলিশকে জানানোর

দীর্ঘদিন আগে রাবার বোর্ডের তরফ থেকে ওই এলাকার রাবার বাগানের সাথেই ৩০০০ হাজার একশিয়া গাছ লাগানো হয়েছিল। সেই গাছগুলো লাগানো হয়েছিল মূলত রাবার বাগান রক্ষার জন্য। যাতে করে বাগানের মাটি ধরে রাখা যায়। কিন্তু এখন সমিতি যাদের মাধ্যমে পরিচালিত হয় তারা কাউকে কিছু না জানিয়ে একশিয়া গাছগুলি কেটে বিভিন্ন লোকজনের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, কোন রাতের অন্ধকারে নয় প্রকাশ্য দিবালোকেই একের পর এক গাছ ধ্বংস করা হয়েছে। এই কাজের সাথে জড়িত কয়েকজনের নামও তিনি উল্লেখ করেছেন। তার অভিযোগ, যারা এই বেআইনি কাজের সাথে জড়িত তাদের মধ্যে কেউ কেউ সরকারি কর্মচারীও আছেন। তারা সবাই সমিতির বিভিন্ন পদে আছেন। যেহেতু পুলিশ এবং বনকর্মীরা গাছ ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি, তাই এলাকাবাসী ধরে নিয়েছেন সরকারি মদতেই চলছে গোটা এলাকার বনজ সম্পদ ধ্বংসসালী।



একাংশের মদতেই একের পর এক গাছ কেটে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। মধুপুর থানার অন্তর্গত পূর্ণ সেনাপতি পাড়ায় একটি সমিতি গঠন করা হয়েছিল। এই সমিতি গত ২৫ বছর খুব সুচারুভাবে কাজ করেছে। কিন্তু কয়েক বছর ধরে বিশেষ করে ২০১৮ সালের নির্বাচনের পর একাংশ লোকজন সমিতির পদ দখল করে আছে।

পূর্ণও তারা একেবারে নিক্তিয়। তিনি জানান, ১৯৯৫ সালে পূর্ণ সেনাপতি পাড়ায় একটি সমিতি গঠন করা হয়েছিল। এই সমিতি গত ২৫ বছর খুব সুচারুভাবে কাজ করেছে। কিন্তু কয়েক বছর ধরে বিশেষ করে ২০১৮ সালের নির্বাচনের পর একাংশ লোকজন সমিতির পদ দখল করে আছে।

ফের গাঁজা বিরোধী অভিযান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বন্ধনগর, ৯ ফেব্রুয়ারি। গোপন খবরের ভিত্তিতে দুটি স্থানে গাঁজা বিরোধী অভিযান চালিয়ে পেল পুলিশ। সিপাহিজলা জেলার বিভিন্ন মহকুমা গাঁজার সাম্রাজ্য রূপে স্থান দখল করে নিয়েছে। পুলিশ ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালালেও এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত মাস্টারমাইন্ডকে কোনো এক



অজ্ঞাত কারণে আটক করতে পারছে না বলে অভিমত সাধারণ জনগণের। বুধবার বন্ধনগর ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকার বিস্তীর্ণ বনভূমিতে হানা দিয়ে শুকনো গাঁজা ধ্বংস করে দেয় পুলিশ। এছাড়াও আশাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দুপুরিয়াবাধ এলাকার ইটভাটা সংলগ্ন টিলা ভূমিতে অভিযান চালিয়ে ১৫০০০ শুকনো গাঁজা পেট্রোল টেলে ধ্বংস করে দেয়।

খুনের অভিযুক্ত গ্রেফতার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৯ ফেব্রুয়ারি। কয়েক বছর আগে বিশালগড় থানাধীন রতননগর এলাকায় এক মহিলাকে কালীপূজার রাতে খুন করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল লিটন লস্করকে। তাকে পরবর্তী সময় ১৩ দিনের পুলিশ রিমান্ডে আনা হয়। তাও পর পর দু'বার। কিছুদিন জেলবন্দি থাকার পর আদালত থেকে জামিনে মুক্ত হয় অভিযুক্ত লিটন লস্কর। সেই যুবককে বুধবার দুপুরে পুনরায় বিশালগড় থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এদিনই তাকে আদালতে পেশ করা হয়। এবার তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে। অভিযোগ, লিটন তার মুদি দোকানের আড়ালে নেশা সামগ্রী বিক্রি করে। এদিন দুপুরে এন্ড্রিপিও রাহুল দাস রাস্তা দিয়ে আসার সময় দেখতে পান রতননগরস্থিত তার দোকানের সামনে ভীড় জমে আছে। তিনি গাড়ি থেকে নামার পর অন্যান্য যুবকরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ধারণা করা হচ্ছে, নেশা সামগ্রী কিনতেই যুবকরা দোকানে ভীড় করেছিল। যদিও পুলিশ দোকান থেকে কোন নেশা সামগ্রী খুঁজে পায়নি। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক লিটনকে তার নাম জিজ্ঞাসা করলে সে কিছুই বলেনি। পরে অবশ্য অন্য নাম বলে দেয়। তাই লিটন লস্করকে পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে থানায় আটক করে নিয়ে আসা হয়। পরে এন্ড্রিপিও জানতে পারেন সেই যুবক একজন খুনের অভিযুক্ত।

বন্ধ নেই চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৯ ফেব্রুয়ারি। বিশালগড় থানা এলাকায় একের পর চুরির ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা একেবারে প্রশ্নের মুখে ঝাঁপিয়েছে। মঙ্গলবার রাতে ফের আরও এক চুরির ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে সমালোচনা করছেন নাগরিকরা। ওই রাতে অফিসটিলার বনবিহার এলাকার প্রসেনজিৎ পালের বাড়িতে হানা দেয় চোরের দল। ওই দিন পরিবারের সবাই আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। রাতে তাদের এক প্রতিবেশী মহিলা দেখতে পান প্রসেনজিৎ পালের ঘরে আলো জ্বলছে। তিনি ভেবেছিলেন হয়তো তারা বাড়ি ফিরে এসেছেন। তাই বাড়িতে গিয়ে তিনি প্রসেনজিৎ পালের স্ত্রীকে ডাকাডাকি করেন। কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে বিষয়টি তার সন্দেহজনক বলে মনে হয়। আরও কয়েকজন প্রতিবেশীকে নিয়ে তারা ঘরে গিয়ে বুঝতে পারেন কিছু একটা হয়েছে। কারণ, ঘরের পেছনের জানালা ছিল খোলা। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন ছুটে আসেন। তখনই তারা বুঝতে পারেন চোরের দল হানা দিয়ে স্বর্ণালঙ্কার এবং নগদ অর্থ হাতিয়ে নিয়ে গেছে। রাতেই বিশালগড় থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত করে গেলেও এখনও পর্যন্ত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

Dated, the Dasda 29 th January'2022.					
SHORT NOTICE INVITING TENDER					
On behalf of the Governor of Tripura the undersigned is inviting sealed tender of rate in the Pro-forma (Enclosed) for Procurement of Projectors (EPSON, BENQ, HP, CANON, LG, HP or any other similar brand) for the financial Year 2021-22 under Dasda RD. Block North Tripura from Registered dealers/traders/Cooperatives dealing in the items as part of Up-gradation and modernization of School Infrastructure under BAPD. For details/office of the undersigned may be communicated.					
The rate should be quoted both in figures & words as per prescribed pro-forma enclosed. The bidder has to attach D-Call amounting Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand) only in favour of the Block Development Officer, Dasda RD. Block, North Tripura from any Nationalized Bank of India payable at Kanchanpur along with the tender. The undersigned having the right to reject any tender or contract at any time without assigning any reason.					
The stated sealed quotation should be dropped in the Tender Box kept in the Chamber of the Block Development Officer, Dasda RD. Block on and from 01/02/2022 to 15/02/2022 up to 3:00 PM (office hours and days only).					
The tender will be opened on 15-02-2022 at 3.30 PM in the presence of the bidders/authorized representatives who are willing to remain present at the time of opening of the Quotation.					
Sl. No.	Specification	Quantity	EMD	Enclosures	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	1) 3 LCD, XGA, 3300 Limsen Colour Brightness, HDMI, VGA with Built in Speakers, Minimum 15000 : 1 contrast ratio. 2) Heavy Duty adjustable projector ceiling and wall Mount Kit Bracket stand with Tilt option - Minimum 3 Feet Foot (24 inch to 36 inch) 3) Universal Projector Screen with stand-Minimum 8 Feet x 6 Foot, UHD - 4K ready Technology.	05 Nos. each	Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand) only.	Attested photo copy of Valid dealer registration certificate, Shop / Store Registration Certificate, GST Registration, PAN Card, Trade Licence, Adhaar Card, Voter ID Card, Bank Pass Book. (With out enclosures bid will not be accepted).	
TERMS AND CONDITIONS:-					
1. The supplier must be registered dealer for the item mentioned. 2. The lowest tenderer will have to supply & install within 15 (fifteen) days from the date of receipt of Supply order at the office under Dasda RD Block, North Tripura which is to be indicated in the supply order. If tenderer fails to supply & install within 15 (fifteen) days the security money as deposited in the shape of deposit-at-call will be forfeited and the supply order shall be treated cancelled. 3. Only after successful supply, installation & satisfaction by the undersigned payment shall be initiated. 4. Warranty: 12 (Twelve) Months from the date of installation. Any replacement / repairment required within this warranty period shall be borne by the dealer without any cost being given from this office. 5. Tender submitted without requisite supporting documents may be liable to be cancelled summarily 6. Necessary taxes as applicable will be deducted from the bill. 7. The undersigned may cancel the whole affairs without showing any prior notice to bidders/supplier, if necessary. 8. In case of any arbitration the matter will be referred to the District Magistrate & Collector and order of the District Magistrate & Collector shall be final.					
Sd/- Illegible (Saikat Saha, TCS) Block Development Officer Dasda RD. Block, North Tripura					
ICA-C-3666-22					

জানা ওজানা

ব্যথার বিজ্ঞান



আমাদের শরীরে অ্যালার্মের মতো কাজ করে দেহযড়ি। যেকোনো বিপদ-দুর্ঘটনা ঘটার প্রাক্কালে আমাদের সতর্ক করে দেয়। লক্ষাধিক সংবেদনশীল স্নায়ু আমাদের কোষগুলোকে এভাবেই সারাক্ষণ পাহারা দিতে ব্যস্ত। ব্যথার সেন্সর বা নোসিসেপ্টরগুলো তাপমাত্রা, চাপ ও রাসায়নিক সিগন্যাল নির্ণয় করতে পারে। যখনই শরীরে কোনো কিছুর তারতম্য হয়, এসব সংকেত সেন্সরের মাধ্যমে সারা শরীরে খবর পৌঁছে দেয়, সতর্ক করে দেয় আমাদের! উদাহরণস্বরূপ বলি, ধরা যাক শরীরের বাহ্যিক তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের চেয়ে বেশি হয়ে গেল কিংবা কমে গেল ১৫ ডিগ্রিরও নিচে, তৎক্ষণাৎ তাপীয় সেন্সর গরম হতে থাকে।

শরীরের যেকোনো অস্বাভাবিকতায় নোসিসেপ্টরের দ্রুত কার্যকর হওয়ার ব্যাপারটি একটু জটিল। ধরে নিলাম, এক হাত আঙনের শিখার সংস্পর্শে আছে, তখন নোসিসেপ্টর সবার আগে এ খবরটি পৌঁছে দেবে মেরুদণ্ডে। মস্তিষ্কে খবর পাঠানোর আগেই মেরুদণ্ডে এর প্রাথমিক তথ্যাদি নিয়ে কিছুক্ষণ গবেষণা চলবে। যখন আঙনের সংস্পর্শ থেকে হাত সরিয়ে নিচ্ছি, তখন নোসিসেপ্টর এসব তথ্য সরাসরি মস্তিষ্কের সেরেব্রাল কর্টেক্সে পাঠিয়ে দেয়। মস্তিষ্কের এ অংশটি অনুভূতি ও স্মৃতি তৈরি করার পাশাপাশি ব্যথার জটিলতম অনুভূতি তৈরি করে থাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরবর্তী যেকোনো দুর্ঘটনার ব্যাপারেও সচেতন করে দেয়!

বিভিন্ন ধরনের ব্যথা

ব্যথা বিভিন্ন রকমের হতেই পারে! এই যেমন স্বল্পমেয়াদি (অ্যাকিউট) কিংবা দীর্ঘমেয়াদি (ক্রোনিক)। আবার কোনো কোনো ব্যথা খুব ভোগায়, ভীষণ অসাড় করে দেয়, কোনো কোনো ব্যথা

জ্বালায়-পোড়ায়! ব্যথা হতে পারে একই রকম অনেক দিন ধরে, আবার কোনো কোনো ব্যথা এই আসে, এই যায়! পৃথিবীতে যত ধরনেরই ব্যথা থাক না কেন, এসব ব্যথাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। নোসিসেপটিভ ও নিউরোপ্যাথিক।

নোসিসেপটিভ ব্যথা একদম সাধারণ যেসব ব্যথা আমরা অনুভব করি, অর্থাৎ আমাদের টিস্যু বা কলার ক্ষয়ক্ষতির ফলে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া কিংবা অতিরিক্ত চাপ অনুভূত হওয়া সংক্রান্ত সংকেত আমাদের সংবেদনশীল স্নায়ু বহন করে মস্তিষ্কে নিয়ে যায়, সে ব্যথাগুলোই এই বিভাগের অন্তর্গত। মস্তিষ্কে সংকেত পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সচেতন করে দেওয়া হয় এবং ক্ষতস্থানের আরাম-যত্ন ইত্যাদির ব্যাপারে অনুভূতি তৈরি করা হয়, আমরা সচেতন হই যেন ভবিষ্যতে এ রকম ব্যথার সম্মুখীন না হতে হয়। নিউরোপ্যাথিক ব্যথা এই ব্যথাগুলো একটু জটিল। টিস্যু বা কলার ক্ষয়ক্ষতি নয়; বরং সরাসরি স্নায়বিক ক্ষয়ক্ষতির ফলেই এই ব্যথার উদ্ভব হয় এবং এ ধরনের সংকেত মস্তিষ্ক ঠিক সময়মতো পায় না। হয়তো যখন ব্যথা অনুভূত হওয়ার কথা নয়, তখন মস্তিষ্কে ভুল বার্তা পাঠিয়ে যায়, আবার যখন ব্যথা হওয়া উচিত, তখন মস্তিষ্ক নির্বিকার থাকে। এই ব্যথার ফলে অসুস্থতা, বিমর্ষতা খুব ভোগায়। সাধারণত এই ব্যথা নিরসনের চিকিৎসা অপেক্ষাকৃত দুর্বোধ্য হয়ে থাকে। ক্রোনিক পেইন বা দীর্ঘমেয়াদি ব্যথা কমানোর জন্য অনেক রকম উপায় অবলম্বন করা হয়; কিন্তু তাতে তেমন কোনো উপকার হয় না। কিছু কিছু পেইনকিলার রয়েছে, যেগুলো শুরু দিকে খুব ভালো কাজ করলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এদের কার্যকারিতা কমতে শুরু করে। তাই অন্য কোনো উপায় খোঁজা হচ্ছিল। অবশেষে পাওয়া গেল এক রাসায়নিক সমাধান। এই রাসায়নিক উপাদানটি মস্তিষ্ক থেকেই তৈরি হয়, নামানর্ভ প্রোথ ফ্যাক্টর (এনজিএফ)। এর সবচেয়ে কার্যকর দিক হচ্ছে, ব্যথা কমানোর উদ্দেশ্যে এটি নার্ভ বা স্নায়ুর ব্যথার প্রতি সাড়া দেওয়ার মতোক সুবিধাজনক উপায়ে পরিবর্তন করতে সক্ষম। এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে পশুর ওপর পরীক্ষা করে। কিন্তু দৃশিস্তার বিষয়, ২০১০ সালে মানুষের ক্ষেত্রে এটি আরোপ করা হয়, কিন্তু ভীষণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে দেখা যায় এবং সেটি ভয়াবহ মাত্রার। তবে এখন পর্যন্ত এটি নিয়ে চমুর গবেষণা হচ্ছে, যেন নিরাপদ উপায়ে এই মস্তিষ্ক-উৎপন্ন রাসায়নিক উপাদানটিকে মানুষের শরীরের ব্যথা কমানোর জন্য কাজে লাগানো যায়!

পেইনকিলার কীভাবে কাজ করে?

পেইনকিলার, নামের মধ্যেই অর্থ লুকিয়ে আছে। ব্যথানাশক এসব ওষুধের মূল কাজ, ব্যথা যাতে অনুভূত না হয়, সে পথটিকেই বন্ধ করে দেওয়া। অনেকটা মাথাব্যথা করছে, তো মাথা কেটে ফেলে দিই, এ রকম! তবে শরীরে বা ক্ষতি হওয়ার তার প্রক্রিয়া মস্তিষ্ক থেকে নেই, শুধু বাহ্যিক ব্যথা অনুভূত হওয়ার প্রক্রিয়াটিকে পেইনকিলার সাময়িকভাবে স্থগিত রাখে। কীভাবে? নিউরনের মেরুদণ্ড হয়ে মস্তিষ্কে টিস্যু ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার খবরটি পৌঁছে দেওয়ার একটা পথ তো আছে, সেই পথেই বিভিন্ন জায়গায় ট্রান্সিক পুলিশের মতো দাঁড়িয়ে পথ আটকে দেয় পেইনকিলার। এই রোড সিগন্যাল আর কখনোই গ্রিন সিগন্যালে পরিণত হয় না, কাজেই টিস্যু বা স্নায়ু ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ খবরটি আমাদের মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছায় না। মস্তিষ্কে যদি না-ই পৌঁছায়, তো ফিরে আসা সংকেত আমরা কোথা থেকে পাব? ব্যথার অনুভূতি আর কীভাবে পাব? সাময়িকভাবে আমাদের ব্যথা অনুভব হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দেয় পেইনকিলার। কিন্তু বুঝতেই পারছেন, পদ্ধতিট শরীরের পক্ষে খুব বেশি সুখকর কিছু নয় মোটেও! কিন্তু যীরা স্বাভাবিকভাবেই কোনো ব্যথা অনুভব করেন না? এ ঘটনাও কিন্তু পৃথিবীতে ঘটে! আমরা তাদের সাহসী কর্মকাণ্ড দেখে অভিভূত হয়ে যাই! ভাবি, ইশ তাঁরা কি অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন! পারতপক্ষে, মূল রহস্য তো সেই মস্তিষ্কেই! (এসসিএন৯এ) নামক জিনে গভ্যভাব হওয়ার কারণে এ রকমটি হয়ে থাকে। ব্যথায় সাড়া দেওয়া স্নায়বিক কোষ মস্তিষ্কে সংকেত পাঠাতে অক্ষম হয়ে যায় তখন স্বাভাবিকভাবেই। অধিক তাপমাত্রায় পুড়ে যাওয়ার ব্যথা, অতিরিক্ত ঠান্ডায় শরীরে কীপন দেওয়ার মতো ব্যথা কিংবা হাতুড়ি দিয়ে হাত খেঁতলে ফেললেও তারা কোনো ব্যথা অনুভব করবে না। অথচ যা ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার, তা কিন্তু ঠিকই হবে তার শরীরে। এ ক্ষেত্রে তাদের সুপারপাওয়ার নিয়ে আসা বিশেষ মানুষ বলে আখ্যায়িত করা হয়ে যায়, আর তারাও নিজেদের নিয়ে নানা ধরনের ধ্বংসযজ্ঞে মেতে ওঠে বিখ্যাত হওয়ার নেশায়! গোট নিয়ন্ত্রণতত্ত্ব

আমরা কখনো কখনো এমন করি না বুঝেই। দেখা গেল, যখন ব্যথা পেলাম, সঙ্গে সঙ্গে ওপরের কোনো অংশে চাপ দিলে ধরলাম, ব্যথা খানিকটা কমে গেল! এটা আসলে কেন হয়? ব্যথার সংকেত ব্যথা পাওয়ার স্থান থেকে মস্তিষ্কে যাওয়ার সময় সরু স্নায়ুতন্তুর মধ্য দিয়ে যায়। মেরুদণ্ডে প্রবেশের পর আরও অনেক স্নায়ুতন্তুর সঙ্গে জটলা পাকিয়ে মস্তিষ্কের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তখন অন্য কিছু মোটা স্নায়ুতন্তও মস্তিষ্কে খবর নিয়ে যায়,

● এরপর দুইয়ের পাভায়

নতুন রূপ

ওমিক্রনের চেয়ে

আরও সংক্রামক

আশঙ্কা প্রকাশ হ’ব

ওয়াশিংটন, ৯ ফেব্রুয়ারি।। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম খোঁজ মেলা ওমিক্রন ১০ সপ্তাহের মধ্যেই গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। ওমিক্রন-টেড আছড়ে পড়ার পর বাড়ের গতিতে বাড়ছিল কোনো সংক্রমণ। সেই ধাক্কা সামলে সদ্য স্বাভাবিক হচ্ছিল পরিস্থিতি। এর মাঝেই ফের উন্নয়নের খবর শোনািল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে অতিমারি বিশেষজ্ঞ মারিয়া ভ্যান কারখভ জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে করোনার আরও নতুন রূপ আসতে চলেছে। যা ওমিক্রনের তুলনায় অনেক বেশি সংক্রামক ও শক্তিশালী। বৈঠকে তিনি জানান, করোনার নতুন রংপটি নিশ্চিতভাবেই কয়েকগুণ বেশি সংক্রামক হবে। কারণ আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোকে ছাপিয়ে যেতে হবে। মারিয়া ভ্যান আরও জানান, টিকা নিয়েও এর থেকে সুরক্ষা মিলবে না। টিকার অ্যান্টিবডির প্রাচীর ভেঙেই এর সংক্রমণ ছড়াবে শরীরে। তবে টিকা নেওয়া থাকলে গুরুতর অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি কম থাকবে। ফলে অতিমারির পরিসমাপ্তি এখনই ঘটছে না। কোভিডের প্রভাব এখনও বহুদিন স্থায়ী হবে।

১৮ দফা এজেন্ডা সামনে রেখে মণিপুরে বাম-কংগ্রেস জোট

ইম্ফল, ৯ ফেব্রুয়ারি।। ২৭ ফেব্রুয়ারি মণিপুরে বিধানসভা নির্বাচন। যেখানে জেতার ব্যাপারে আশার কথা শুনিয়েছেন বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং। তবে একইসঙ্গে মণিপুরে বিজেপির প্রধান সমস্যা হল টিকিট না পাওয়া নেতারা বিজেপি ছেড়ে অন্য দলে চলে যাচ্ছে। এবার বিজেপির চাপ বাড়িয়ে মণিপুরের নির্বাচনে জোট ঘোষণা করল বাম-কংগ্রেস। মণিপুর প্রগতিশীল সেক্যুলার অ্যালায়েন্স নামে প্রাক-নির্বাচন জোটে যাঁজো ছ’টি অ-বিজেপি দল কংগ্রেস, সিপিআই, সিপিএম (এম), ফরোয়াড ব্লক, আরএসপি এবং জেডি (এস) রয়েছে। ফেব্রুয়ারি-মার্চের জন্য গঠিত হয়েছে এই জোট। কারণ ১০ মার্চ মণিপুর বিধানসভা ভোটার ফল। এমপিএসএ জোটের পক্ষ থেকে ১৮-দফা সাধারণ এজেন্ডার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কংগ্রেস ভবনে ছ’টি রাজনৈতিক দলের যৌথভাবে আয়োজিত এক সংবাদিক সম্মেলনে এই জোটের ঘোষণা করা হয়েছে। মণিপুরের দায়িত্বে থাকা এআইসিসি নির্বাচন পর্যবেক্ষক জয়রাম রমেশ, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওকরাম ইবোবি সিং এবং বাম দলগুলির প্রতিনিধি মহিরাথেম নারা সিং এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থি ছিলেন। এমপিএসএ নেতারা বলেনছেন যে, তারা মণিপুরে ক্ষমতায় এলে ১৮-দফা এজেন্ডার বাস্তবায়ন করবেন। কিন্তু কেন এত গুরুত্বপূর্ণ এই ১৮ দফা এজেন্ডা? কি রয়েছে এজেন্ডায়? সংবাদিক বৈঠকে জোটের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এজেন্ডায় রয়েছে মণিপুরের আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং

চলবে না। গত কয়েক দিনে কর্ণটিকের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামনে হিজাব নিষিদ্ধ করার দাবিতে গেরণ্ডা উত্তরায় পরে বিক্ষোভ দেখিয়েছে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি। পাল্টা হিজাবের সমর্থনে পথে নেমেছে মুসলিম পড়ুয়াদের একাংশ। এই পরিস্থিতিতে বড় ধরনের অশান্তি এড়াতেই এই পদক্ষেপ বলে সরকারি সূত্রের খবর। এরই মধ্যে কর্ণটিক হাইকোর্টে হিজাব সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয় বুধবার। বিচারপতি কৃষ্ণা দীক্ষিত উদ্ভূপিতে হিজাব-নিষেধাজ্ঞা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া মামলাগুলি পরবর্তী শুনানির জন্য উচ্চতর বোর্ধে পাঠিয়েছেন। গত মাসে কর্ণটিকের উদ্ভূপির একটি কলেজে হিজাব পরিহিতা পড়ুয়াদের ক্লাস করতে না দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সূত্রপাত। জেলা প্রশাসনের ‘বার্তা’ পেয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষই হিজাব পরে ক্যাম্পাসে না ঢোকার নির্দেশিকা জারি করেছিল বলে অভিযোগ। কয়েক জন মুসলিম ছাত্রীকে হিজাব পরে করছিল বলে অভিযোগ। কয়েক জন মুসলিম ছাত্রীকে হিজাব পরে পড়ুয়াদের ক্লাস করতে না দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সূত্রপাত। জেলা প্রশাসনের ‘বার্তা’ পেয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষই হিজাব পরে ক্যাম্পাসে না ঢোকার নির্দেশিকা জারি করেছিল বলে অভিযোগ। ওই ঘটনার পর কটর হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সদস্যরা রাজ্য জুড়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে হিজাব বাতিলের দাবিতে পথে নামে। শুরু হয় অশান্তি, পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে তিন দিন রাজ্যের সমস্ত স্কুল, কলেজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিতে হয় কর্ণটিকের মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্বাইকে। কর্ণটিক হাইকোর্টেও হিজাব সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয়েছে বুধবার। এরই মধ্যে নিষিদ্ধের দাবিতে বিক্ষোভ।



পাহাড়ের গভীর খাদের পাথরের খাঁচে আটকে পড়া অবস্থা থেকে সেনা জওয়ানরা উদ্ধার করলো এক যুবককে। কেরলের পালাক্কাড়ের মালামপুজা পর্বতের ঘটনায় সেনা বাহিনীর ভূমিকায় সকলেই প্রশংসা করেছে।

গরু পাচার মামলায় দেব’কে সিবিআই’র নোটিশ

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। গরু পাচার মামলায় তৃণমূল সাংসদ এবং অভিনেতা দীপক অধিকারী ওরফে দেবকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় সিবিআই। বুধবার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআইয়ের তরফে এই মর্মে একটি নোটিশ গিয়েছে দেবের কাছে। ওই নোটিশে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টা নাগাদ দেবকে নিজাম প্যালেসে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার কলকাতার দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। দেবের সঙ্গে গরু পাচার কাণ্ডের কী সম্পর্ক তা অবশ্য এমনও স্পষ্ট নয়। সিবিআইয়ের নোটিশেও এ ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। তবে সূত্রের খবর, গরু পাচার কাণ্ডে যে সমস্ত সাক্ষীদের ইতিমধ্যে জেরা করেছিল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা, তাদের ব্যতীনেই উঠে এসেছে অভিনেতা ও সাংসদ দেবের নাম। যদিও তৃণমূল সাংসদ দেব এই নোটিশ নিয়ে বুধবার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কোনও ● এরপর দুইয়ের পাভায়

দায়ী মোদি! ফেসবুক লাইভে বিষ খেলেন ঋণে জর্জরিত ব্যবসায়ী

লখনউ, ৯ ফেব্রুয়ারি।। জিএসটি-র কারণে ব্যবসায় বিপুল ক্ষতি হয়েছে তাঁরা। সেই ক্ষতির জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাণিজ্য নীতিকে দায়ী করে ফেসবুক লাইভে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন সস্তীক এক জুতো ব্যবসায়ী। তিনি বেঁচে গেলেও, মৃত্যু হয়েছে তাঁর স্ত্রীর। রাত পোহালেই উত্তরপ্রদেশে ভোট। তার আগে বাগপতের এই ঘটনা রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়িয়ে তুলেছে। ব্যবসায়ীর নাম রাজীব তোমার। বাগপতের জুতো ব্যবসায়ী। ফেসবুক লাইভে এসে তিনি বলেন, “মামে করি আমার বলার স্বাধীনতা আছে। আমার যে দেনা হয়েছে তা মিটিয়ে দেব। যদি আমি মরেও যাই, সেই দেনা শোধ করব। অনুরোধ, আমার এই ভিডিয়োট যত পারবেন শেয়ার করবেন।” তিনি আরও বলেন, “আমি দেশপ্রোই নই। এই দেশকে ভালবাসি। তবে মোদীজিকে একটা কথা বলে যেতে চাই যে, আপনি ছোট ব্যবসায়ী এবং কৃষকদের শুভাকাঙ্ক্ষী নন। আপনার নীতি বদলান।” রাজীবের অভিযোগ, জিএসটি-র কারণেই তাঁর ব্যবসা বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ কথা বলার পরই ব্যবসায়ী একটি ছোট প্যাকেট ছেঁড়েন। তার মধ্যে থাকা কিছু একটা মুখে পুরে দেন। তাঁর স্ত্রী বাধা দিতে যান। কিন্তু তাতেও লাভ হয়নি। রাজীবের স্ত্রী পুনমও সেই একই জিনিস খান। ভিডিওটি যারা দেখেছিলেন তাঁরাই পুলিশে খবর দেন। পুলিশ গিয়ে রাজীব এবং তাঁর স্ত্রীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করায়। রাজীব বেঁচে গেলেও তাঁর স্ত্রী হাসপাতালেই মারা যান। ভোটের ২৪ ঘণ্টা আগে এক ব্যবসায়ীর আত্মহত্যার চেষ্টা, তা-ও আবার মোদির বাণিজ্য নীতিকে দায়ী করে, আর এটাকেই হাতিয়ার করে উত্তরপ্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে বেগে দেবেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়ান্কা গান্ধী বতরা। তিনি বলেন, “ব্যবসায়ীর আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনা সম্পর্কে ● এরপর দুইয়ের পাভায়

সরকার ভাঙতে সাহায্য না করলে জেল! হুমকি দিচ্ছে ইডি, দাবি শিবসেনা সাংসদের

মুম্বই, ৯ ফেব্রুয়ারি।। মহারাষ্ট্রের সরকার ভাঙতে সাহায্য না করলে জেল হতে পারে তাঁর। হুমকি দিচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডায়রেক্টরেট(ইডি)। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান বেঙ্কাইয়া নায়ডুকে চিঠি দিলেন শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউত। সঞ্জয়ের অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে হেনস্থা করছে তদন্তকারী সংস্থাটি। যদি সরকার মাফপথেই ভেঙে না দেওয়া হয় তা হলে তাঁর হাজতবাস হতে পারে বলেও হুমকি দিচ্ছে ইডি। সঞ্জয়ের আরও দাবি, তদন্তকারী সংস্থাটির আধিকারিকরাই স্বীকার করেছেন যে, তাঁকে এ বিষয়ে ‘ফাঁসানো’র নির্দেশ দিয়েছেন তাঁদের বস’রা। শিবসেনা সাংসদের দাবি, মাসখানেক আগে কয়েক জন এসে তাঁকে বলেন মাফপথেই সরকারকে উল্টে দিতে হবে। আর এ ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে তাঁদের। তাঁর কথায়, “আমাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে। কিন্তু আমি তাতে সায় না দেওয়ায় হুমকি দেওয়া হয় এর জন্য বড়সড় মালুল দিতে হবে। এমনকি এটাও বলা হয় যে, প্রাক্তন রেলমন্ত্রী মতো আমারও হাজতবাস হতে পারে।” সঞ্জয় আরও দাবি করেন, তিনি ছাড়াও সরকারের মন্ত্রিসভার দুই শীর্ষ মন্ত্রী, দুই শীর্ষ নেতাকেও আর্থিক তরুণ মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে পাঠানো হবে। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীরা জেলে থাকলে এমনিতেই সরকার ভেঙে যাবে, এমনও ইশ্টিয়ারি দেওয়া হয়েছে বলে দাবি সঞ্জয়ের। সঞ্জয়ের অভিযোগ, ১৭ বছর আগে আলিবাগে প্রায় এক একর জমি কিনেছিলেন। যাঁর কাছ থেকে সেই জমি কিনেছিলেন



লাইফ স্টাইল

চুল দ্রুত ঘন আর লম্বা করতে চান?

৪টি সহজ ঘরোয়া উপায়েই পারেন সেটি করতে



নানা কারণে চুল উঠে যেতে পারে, কমে যেতে পারে চুলের ঘনত্ব। কিন্তু ঘন এবং লম্বা চুল ফিরে পাওয়া মোটেই কঠিন কোনও কাজ নয়। কয়েকটি ঘরোয়া উপায়ে সহজেই চুলের যত্ন নেওয়া সম্ভব। যত্নে ফিরে লম্বা এবং ঘন চুল ফিরে পাবেন? এর আগে জেনে নেওয়া দরকার, কোন কোন কারণে চুল পড়ে যায় বা পাতলা হয়ে যায়। অপুষ্টি :

চুলে নানা রাসায়নিকের ব্যবহার চুল শুকানোর যন্ত্র অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহার ভুল চিকিৎসা ব্যবহার চুলের অদ্রুত কমে যাওয়া ঘুম কমে যাওয়া দূষিতস্তা

ডিমের সাদা অংশ প্রথমে আলাদা করে নিন। তার মধ্যে এক চামচ করে অলিভ অয়েল আর মধু মেশান। ভালো করে মিশিয়ে নিন। চুলে মাখিয়ে রাখুন এই মিশ্রণ। ২০ মিনিট রেখে দেওয়ার পরে ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন।

ডিমের সাদা অংশ প্রথমে আলাদা করে নিন। তার মধ্যে এক চামচ করে অলিভ অয়েল আর মধু মেশান। ভালো করে মিশিয়ে নিন। চুলে মাখিয়ে রাখুন এই মিশ্রণ। ২০ মিনিট রেখে দেওয়ার পরে ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন।

টাউনকে বিধ্বস্ত করলো এগিয়ে চল সংঘ



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ টাউন ক্লাবকে খড়্‌কুটোর মতো উড়িয়ে দিয়ে সিনিয়র লিগের প্রাথমিক পর্ব শেষ করলো এগিয়ে চল সংঘ। বৃধবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ৫-০ গোলে টাউন ক্লাবকে বিধ্বস্ত করলো মেলোরমাঠের দলটি। যথারীতি বিদেশি অ্যারিস্টাইড আরও একবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ফলে এগিয়ে চল সংঘের পক্ষে জয় পেতে বিশেষ সুবিধা হলো না। ৭ মার্চে ১৫ পয়েন্ট পেয়ে ফরোয়ার্ড ক্লাবের সাথে এরই জায়গায় রইলো তারা। এবার আসল লড়াই। অর্থাৎ সুপার লিগ। ফরোয়ার্ড এবং এগিয়ে চল সংঘের পাশাপাশি লালবাহাদুর এবং রামকৃষ্ণ

ক্লাবও সেখানে উপস্থিত থাকবে। শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হবে কারা সেটা জানার জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। তবে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় সুপার লিগেও অন্যতম ফেভারিট হিসাবেই নামবে এগিয়ে চল সংঘ। অন্যান্য দলগুলির সাথে তাদের পার্থক্য গড়ে দিচ্ছে বিদেশি অ্যারিস্টাইড। রাখাল শিন্ডু থেকেই তার ফুটবল শৈলী এগিয়ে চল সংঘ-কে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দেবাশিস রাই, সনম লেপচা-র মতো ফুটবলাররা দলের সাফল্যে অবদান রাখছে। তবে দলের মূল চালিকা শক্তি হলো অ্যারিস্টাইড। গতির পাশাপাশি চামৎকার ছোট ছোট ড্রিবল, চার্নিং এবং চকিতে শট নেওয়া সবকয়টি

গুণাবলীই রয়েছে অ্যারিস্টাইড-র মধ্যে। শক্তিশালী দলের ডিফেন্ডাররাই তাকে আটকাতে হিমশিম খেয়ে যাবে। সেখানে টাউন ক্লাবের মতো নিচের সারির দলের ডিফেন্ডারদের কি হাল হবে সেটা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। এদিন উমাকান্ত মাঠে টাউন ক্লাবের ডিফেন্ডারদের নিয়ে ফেফ ছেলোখেলা করলো অ্যারিস্টাইড। দলের পাঁচটি গোলের মধ্যে একটি তুলে নিলো চারটি। শুরু থেকেই মাঝমাঠকে জমাত রেখে আক্রমণ শুরু করে এগিয়ে চল সংঘ। প্রথম দিকে টাউন ক্লাবও ইতিবাচক ফুটবলের দিকেই নজর দিয়েছিল। প্রথম গোল পেতে এগিয়ে চল সংঘ-কে ৩০ মিনিট পর্যন্ত

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে এক দিনের সিরিজ জয় রোহিতদের

আমেদাবাদ, ৯ ফেব্রুয়ারি ।। মোহেরায় ফের দেখা গেল ভারতীয় বোলারদের দাপট। ব্যাটাররা তেমন ভাবে সফল না হলেও বোলাররা জেতালেন দলকে। নজর কাড়লেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। তাঁর ৪ উইকেটের দৌলতে দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৪৪ রানে হারাল ভারত। সেই সঙ্গে তিন ম্যাচের সিরিজ ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে সিরিজ জিতে নিলেন রোহিত শর্মা। অধিনায়ক হিসাবে নিজের প্রথম এক দিনের সিরিজ জিতলেন রোহিত। শুক্রবার সিরিজ ৩-০ করার লক্ষ্যে নামবেন তাঁরা। দ্বিতীয় ম্যাচে টস ভাগ্য সঙ্গ দেয়নি রোহিদের। টস জিতে বল করার সিদ্ধান্ত নেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক নিকোলাস পুরান। প্রথম এগারোয় ঈশান কিশনের জায়গায় ফেরেন লোকেশ রাহুল। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে রোহিদের সঙ্গে ওপেন করতে নামেন খ্যাত পঙ্খ।শুরটী অবশ্য ভাল হয়নি ভারতের। ৫ রান করে আউট হন রোহিত। পছ্বে সঙ্গে জুটি বাঁধার চেষ্টা করেন বিরাট কোহলি। ধীরে খেলছিলেন তাঁরা। শুরু করেও প্রথমে পঙ্খ ও তার পরে কোহলি আউট হয়ে যান। দু'জনেই ১৮ রান করে। চাপের মধ্যে থেকে দলকে বার করে আনেন লোকেশ রাহুল ও

সুরাকুমার যাদব। দু'জনের মধ্যে ৯১ রানের জুটি হয়। ৪৯ রানের মাথায় রানআউট হয়ে যান রাহুল। সূর্য অর্ধশতরান করেন। ৬৪ রান করে আউট হন তিনি। রান পান দীপক হুডা ও ওয়াশিংটন সুন্দর। হুডা ২৯ ও সুন্দর ২৪ রান করেন। শেষ পর্যন্ত ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ২৩৭ রান করে ভারত। জবাবে শুক্‌টা খারাপ করেননি ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই ওপেনার শাই হোপ ও ব্র্যান্ডন কিং। পাওয়ার প্লে-তে ধরে খেলছিলেন তাঁরা। কিন্তু অষ্টম ওভারে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ বল করতে এসেই ছবিটা বদলে দিলেন। প্রথম ওভারেই কিংকে আউট করেন তিনি। পরের ওভারে নেন ব্র্যাডোকে। ২৭ রানের মাথায় হোপকে আউট করে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে বড় ধাক্কা দেন যুজবেন্দ্রে চহাল।নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট পড়তে থাকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের। ছোট ছোট স্পেলে বোলারদের ব্যবহার করছিলেন রোহিত। তার ফল মিলছিল। পুরানকে আউট করেন প্রসিদ্ধ। আগের ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে সর্বাচ্চ রান করা জেসন হোসেনের সঙ্গে ৪২ রানের জুটি বাঁধেন ফ্যাবিয়েন অ্যালেন। বেশ কয়েকটি বড় শট খেলেন তাঁরা। সিরাজের বলে হোসেনের

উইকেট না পড়ায় দীপক হুডার হাতে বল তুলে দেন অধিনায়ক রোহিত। প্রথম ওভারেই ৪৪ রানের মাথায় ব্রকসকে আউট করেন তিনি। এক দিনের ক্রিকেটে প্রথম উইকেট পেলেন হুডা। ব্রকস আউট হওয়ার পরেও হাল ছাড়েনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আকিল হোসেনের সঙ্গে ৪২ রানের জুটি বাঁধেন ফ্যাবিয়েন অ্যালেন। বেশ কয়েকটি বড় শট খেলেন তাঁরা। সিরাজের বলে হোসেনের

●এরপর দুইয়ের পাতায়

সুপার লিগের ক্রীড়া সূচি ঘোষিত



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রথম ডিভিশনের প্রাথমিক পর্ব শেষ

হয়েছে বৃধবার। এবার সুপার লিগের লড়াই। ফরোয়ার্ড ক্লাব, এগিয়ে চল সংঘ, লালবাহাদুর ব্যাামাগার এবং

এনএসআরসিসি-তে স্মরণসভা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ সদ্য প্রয়াত রাজ্যের প্রাক্তন আন্তর্জাতিক অ্যাথলিট তথা প্রখ্যাত কোচ প্রদীপ মালাকার-র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে একটি স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি সকাল এগারোটায় এনএসআরসিসি-তে এই স্মরণসভা হবে। ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন, মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা এবং অল ত্রিপুরা ফরমার অ্যাথলিট ওয়েলফেয়ার ফোরাম-র উদ্যোগে এই স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় উক্ত তিন সংস্থার সমস্ত সদস্য, প্রাক্তন ও বর্তমান অ্যাথলিট, ক্রীড়াপ্রেমী ও ক্রীড়া সংগঠকদের উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে। ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে কোষাধ্যক্ষ রাজেশ মজুমদার এই সংবাদ জানিয়েছেন।

আইসিসি ক্রমতালিকায় উত্থান স্মৃতির পাঁচ নম্বরে উঠলেন ভারতীয় ব্যাটার

মুম্বাই, ৯ ফেব্রুয়ারি ।। আইসিসি ক্রমতালিকায় উত্থান ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের ব্যাটার স্মৃতি মাক্‌দানার। তালিকায় দু'খাপ উঠে পঞ্চম স্থানে এসেছেন তিনি। অন্য দিকে ভারতের মহিলাদের এক দিনের দলের অধিনায়ক মিতালি রাজ দ্বিতীয় পেনার বুলন রয়েছেন। তাঁর পয়েন্ট ৭৩৮। পাঁচ নম্বরে থাকা স্মৃতির পয়েন্ট ৭১০।মহিলাদের এক দিনের ক্রিকেটে ব্যাটারদের তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যালিসা হিলি। তাঁর পয়েন্ট ৭৪২। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানেও রয়েছেন দুই অস্ট্রেলীয়া। তাঁরা হলেন যথাক্রমে বেথ মুনি (৭১৯

পয়েন্ট) ও অ্যামি সাদারওয়েট (৭১৭)।এক দিনের ক্রিকেটে বোলারদের তালিকাতেও শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া। এক নম্বরে থাকা পেসার জেস জেনার্সেনের পয়েন্ট ৭৭৩। ৭২৭ পয়েন্ট নিয়ে তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ভারতীয় পেসার বুলন গোস্বামী। অলরাউন্ডারদের তালিকায় শীর্ষে অজি এলিস পেরি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ জিতে খেলায় তিনি ফের শীর্ষস্থান দখল করেছেন। তালিকায় রয়েছেন দুই ভারতীয়। ২৯৯ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন দীপ্তি শর্মা। ২৫১ পয়েন্ট নিয়ে দশম স্থানে রয়েছেন বুলন।

রঞ্জি দলের সাফল্য নিয়ে সংশয়

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ রঞ্জি ট্রফিতে ম্যাচের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে বোর্ড। মূলতঃ করোনা পরিস্থিতির কারণে প্রতিযোগিতা দ্রুত শেষ করার অগিড়ে বোর্ডের এই সিদ্ধান্ত। ২০১৯ পর্যন্ত একটি দল আটটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেতো। কিন্তু এলিও গ্রুপে এবার ত্রিপুরা সহ সবকয়টি দলই প্রাথমিক পর্বে ৩টি করে ম্যাচ খেলবে। নকআউটে পৌঁছাতে পারলে ম্যাচের সংখ্যা বাড়বে। তবে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সেরকম সম্ভাবনা দেখছে না ক্রিকেট দল। কারণ একটাই, দুই বছর পর দিবসীয় ম্যাচে খেলতে নামবে ক্রিকেটাররা। ২০২০-২১ কিংবা চলতি মরশুমে হাতে-গোনা কয়েকটি সংক্ষিপ্ত ফরমাটে খেলা একমাত্র পুঞ্জি। অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। তবে প্রথম সারির রাজ্যগুলিতে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনগুলি ক্রিকেট এবং ক্রিকেটারদের সার্থ রক্ষায় যতটা ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করে এরাঙ্গে ততটা দেখা যায় না। ঘরোয়া ক্ষেত্রে দিবসীয় ম্যাচের আয়োজন করেছে তারা। পাশাপাশি প্রস্তুতি ম্যাচেও দিবসীয় মেজাজে খেলেছে। কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে তেমন কিছু দেখা যায়নি। শুধু একের পর এক শিবির আর দিবসীয় প্রতিযোগিতার আগেও হাতে-গোনা কয়েকটি প্রস্তুতি ম্যাচ। এই পুঞ্জিহীন স্বপ্নলব্ধ আগামীকাল দিল্লি উড়ে যাবে গোটা দল। নিয়মমাফিক গোটা দলকে ছয়দিন

নিভৃতবাসে কাটাতে হবে। অর্থাৎ অনুশীলনের জন্য একদিন সময় পাওয়া যাবে। বৃধবার রাজ্য দল শেষ প্রস্তুতি সারলো। টিম ম্যানেজমেন্ট দলের ফলাফল নিয়ে আগাম কোন প্রত্যাশা ব্যক্ত করেনি। তবে ক্রিকেটাররা সবাই শারীরিকভাবে ফিট এবং ভালো খেলার জন্য মুখিয়ে আছে। টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে ব্যাটসম্যানদের উইকেটটিকে থেকে রান করতে হবে। আর বোলারদের লাইন-লেংথ বজায় রেখে বল করার পাশাপাশি উইকেট তুলতে হবে। ঘটনা হলো, এটাই ক্রিকেটের প্রাথমিক পাঠ। অর্থাৎ ভালো ফলাফল করতে হলে রান করার পাশাপাশি প্রতিপক্ষের ২০টি উইকেটেও নিতে হবে। কিন্তু সেই জায়গায় ত্রিপুরা পৌছাতে পেরেছে কি না তা নিয়েই সংশয়। আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে রঞ্জি ট্রফির প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরা খেলবে হরিয়ানার বিরুদ্ধে। কপিল দেবের হরিয়ানার সেই মরমন্ডা কিছুটা কমে গেলেও ত্রিপুরার সাথে এখনও বিশাল পার্থক্য। বলা যায়, প্রথম ম্যাচেই একেবারে বাঘের মুখে পড়তে পারে ত্রিপুরা দল। ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে দ্বিতীয় ম্যাচে রাজ্য দলের প্রতিপক্ষ হিমাচল প্রদেশ। রঞ্জিট্রফিতে এই দলটিকে বেশ কয়েকবার হারিয়েছে ত্রিপুরা। এই একটি ম্যাচেই ত্রিপুরার কিছু সম্ভাবনা রয়েছে। তবে অনুরাগ ঠাকুর হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট

অ্যাসোসিয়েশনের দায়িত্ব নেওয়ার পরই সেই রাজ্যের ক্রিকেট অনেকটা বদলে গিয়েছে। একাধিক ক্রিকেটার আইপিএলও খেলেছে। সুতরাং অতীতে দুই দলের শক্তি সমান থাকলেও বর্তমানে সেটা নিশ্চিত নয়। রঞ্জিট্রফিতে রাজ্য দলের তৃতীয় ম্যাচে আরও এক শক্তিশালী প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব। ৩ মার্চ থেকে শুরু হবে ম্যাচটি। এমনকি খেলার গঠনে এবার বিশেষ বিতর্ক হয়নি। উদীয়ান ইয়াকুকে দূরে সরিয়ে রাখলে সম্ভাব্য সেরারা দলে সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু রাজ্য দলের কাছে এবার প্রবল সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে রাহুল শাহ এবং কেবি পর্বতার মতো দুই পেশাদার ক্রিকেটার। সুতরাং বিশাল, রজত, শংকর এবং মণিশংকর-দের এবার বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে বলে মনে করাছে ক্রিকেটপ্রেমীরা। স্থানীয়রা যদি নিজেদের ছাপিয়ে যেতে পারে তবে রাজ্য দলের ফলাফল খুব খারাপ হবে না। তাকিয়ে থাকতে হবে আইপিএল নিলামে সুযোগ পাওয়া অমিত আলি-র দিকেও। এরই এখন রাজ্যের ভরসা। টিম ম্যানেজমেন্টও সম্ভবত বুঝতে পেরেছে যে, এই পেশাদারদের দিয়ে বিশেষ কিছু হওয়ার নয়। তাই স্থানীয়দের দিকেই বেশি নজর দিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট।

মনমোহন স্মৃতি ভলিবল শুরু ২৬ ফেব্রুয়ারি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ চতুর্থ মনমোহন দাস স্মৃতি ভলিবল প্রতিযোগিতা আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে। তিন দিনব্যাপী এই আসরের সমাপ্তি ২৮ ফেব্রুয়ারি। শুধুমাত্র পুরুষ বিভাগে খেলা হবে। কামালবাট স্পোর্টিং ক্লাব এবং এমএমডি প্লে ফোরামের যৌথ উদ্যোগে এই আসর অনুষ্ঠিত হবে। এতে উপস্থিত থাকার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিম্বন কুমার দেব এবং ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী-কে উদ্যোগেই তরফে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক দলগুলিকে আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ১ হাজার টাকা এন্ট্রি ফি সহ নাম নথিভুক্ত করতে বলা হয়েছে। নাম নথিভুক্ত করতে হবে মিল্টন ঘোষ, তপস্বী প্রায় এবং ভবতোষ বরুণকে। প্রসঙ্গত, গত ২৮ জানুয়ারি থেকে এই প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় উদ্যোক্তারা এই আসর পিছিয়ে দেয়। সাংগঠনিক সচিব ভবতোষ দাস এই সংবাদ জানিয়েছেন।

৩৯ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে উন্মুক্ত অ্যাথলেটিক্স

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ পুর নিমিরে ৩৯ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি একটি উন্মুক্ত অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিম জেলাভিত্তিক এই আসরে পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগে খেলা হবে। আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি সকাল দশটায় এডিনগর প্লে সেন্টার মাঠে আসরের

উদ্বোধন হবে। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবসের অঙ্গ হিসাবে এই প্রতিযোগিতার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মানিক সাহা, মেয়ার দীপক মজুমদার, পশ্চিম জেলা জিলা পরিষদের সভাপতি অম্বরা সরকার দেব, ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের অধিকর্তা সুবিকাশ দেববর্মা বিশেষ অতিথি

হিসাবে উপস্থিত থাকবেন। ছেলে এবং মেয়েদের ১০০ মিটার স্প্রিণ্ট, ৪০০ মিটার, ৩০০০ মিটার, ৪০০ মিটার রিলে দৌড় অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া ছেলেদের বিভাগে হবে ১৬০০ মিটার রিলে দৌড়। লংজাম্প, শটপুট, জ্যোভেলিন থ্রো অনুষ্ঠিত হবে। ৩৯ নং ওয়ার্ডের তরফে অলক রায় এই সংবাদ জানিয়েছেন।

টিএফএ-র নজরে শুধু আগরতলা

মহকুমায় ফুটবল কোথায়?

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ২০২০-২১ সিজনে না টিএফএ-র আগরতলা ক্লাব ফুটবল হয়েছে না টিএফএ-র উদ্যোগে শাসক দলের এক বিধায়কের স্পনসরশীপে অনুষ্ঠিত হয়েছিল শশধর স্মৃতি রাজ্যভিত্তিক ক্লাব ফুটবল। যদিও পাঁচ বছর ধরে বন্ধ টিএফএ-র সব ধরনের রাজ্যভিত্তিক ফুটবল। তবে ২০২১-২২ সিজনে টিএফএ-র আগরতলা ক্লাব ফুটবল প্রায় শেষ পর্যায়ে। অবশ্য টিএফএ-র ২০২১-২২ সিজনের আগরতলা ক্লাব ফুটবল প্রায় শেষ পর্বে চলবে। এলেও এখন পর্যন্ত টিএফএ-র অনুমোদিত মহকুমাগুলিতে কোন ক্লাব ফুটবলের খবর নেই। অর্থাৎ টিএফএ-র বাবতীয় ফুটবল যেন শুধুমাত্র আগরতলা ক্লাব ফুটবলেই আটকে রয়েছে। যদিও এরাঙ্গে ফুটবল প্রতিভা মহকুমাগুলিতে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু ২০২০ সালের

মতো ২০২১ সালেও টিএফএ-র অনুমোদিত কোন মহকুমা ফুটবল সংস্থায় কোন ক্লাব ফুটবলের খবর নেই। এছাড়া ৫ বছর ধরে বন্ধ মহকুমাবিত্তিক রাজ্য ফুটবল। জানা গেছে, কয়েক মাস আগে টিএফএ-র যখন নতুন কমিটি হয় তখনও নাকি অধিকাংশ মহকুমার ফুটবল সংস্থার কোন প্রতিনিধি অংশ নেইনি। টিএফএ-তে নাকি গভর্নিং বডিতে অনেক মহকুমার প্রতিনিধির নাম শূন্য। খবরের প্রকাশ, গত বছর সশধর স্মৃতি ফুটবলের সময় নাকি টিএফএ-র কর্তাদের মহকুমিতে গঠন করেন। কিন্তু যতটুকু খবর, শশধর স্মৃতি ফুটবল শেষ হওয়ার পরই নাকি এই কমিটি গুলি হাওয়া। এছাড়া অধিকাংশ মহকুমাতেই নাকি বৈধ এবং নির্বাচিত ফুটবল কমিটি নেই। মহকুমার ফুটবলপ্রেমীরা নাকি জানে না যে, কমিটিতে কেতা কেতা কে বা কোন কমিটি আছে কি না।

অভিযোগ, খোদ টিএফএ-র কাছেই নাকি সঠিক তথ্য নেই যে, কোন মহকুমায় ফুটবল কমিটি আছে বা কোন মহকুমায় ফুটবল কমিটির সভাপতি, সচিব কে। মহকুমার প্রাক্তন ফুটবলারদের অভিযোগ, বাম আমল থেকেই টিএফএ মহকুমা ফুটবলের বারোটা বাজিয়েছে। মহকুমা ফুটবলে কোন নজর নেই টিএফএ-র। টিএফএ-র কোন উদ্যোগ নেই মহকুমা ফুটবল নিয়ে। এছাড়া মহকুমায় ফুটবল উন্নয়ন নিয়ে না টিএটা পর্যদ না টিএফএ-র কোন ব্যবস্থা আছে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আর্থিক অনুদান বা আর্থিক সাহায্য। পাশাপাশি টিএফএ-র কর্তাদের মহকুমিতে গা পড়ে না। ফলে মহকুমা ফুটবল আজ শূন্য। যদিও জম্মুইজনা, কিল্লার ছেলে-মেয়েরা আজ রাজ্য ফুটবলে খেলছে। টিএফএ-র উচিত প্রথমে প্রতিটি মহকুমায় গিয়ে নির্বাচিত কমিটি গঠন করা। পাশাপাশি টিএফএ-র উদ্যোগে প্রতিটি মহকুমাতেই ক্লাব ফুটবল শুরু করা।

“স্বপ্ন আপনার, সাজাবো আমরা” **BAPPIRAJ FURNITURE** Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

৩ 9436940366

৩ Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

GRAMMAR & SPOKEN

ছোটদের, বড়দের ও Competitive পরীক্ষার্থীদের English grammar, Spoken, Written ও Translation পড়ানো হয় এবং Recording Videos প্রদান করা হয়।

— যোগাযোগ করুন —

Mob - 9863451923
8837086099

AFFIDAVIT

আমি ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত নগর পঞ্চায়েত এলাকার একজন স্থায়ী বাসিন্দা। আমার নাম শ্রীমতি রীমা খাঁ। অন্যান্য সব মূল নথিপত্রে আমার নাম শ্রীমতি শামীমা বেগম। আসলে রীমা খাঁ এবং শামীমা বেগম একই মহিলা।

সামীমা বেগম

দক্ষিণ নয়াপাড়া, ধর্মনগর।

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম : ৪৮,৪৫০
ভরি : ৫৬,৫২৫

লোক চাই

Construction Site কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নিজস্ব Bike/ Scooty থাকা লোক চাই। শহরের নিকটবর্তী একজন ড্রাইভার চাই। বয়স্ক হলে ভাল।

— যোগাযোগ করুন —

Mob - 9612906229

FLAT BOOKING

Only few 2/3 BHK Flat available at collage tilla (Near Gandhi School) with all Common Amenities with Rooftop Greeneries & safe basement parking

Contact -

Mob - 9612906229

Acharya Ashutosh

Specialist in Vastu, Phd. in Astrology

ভারতের বিভিন্ন শহরে সমাদৃত আচার্য্য আগুতোষ এবার আপনার শহরে যে কোন জটিল বাস্তু ও জ্যোতিষ সমস্যার সমাধানে। ফোন নম্বর

7980555138
9477405138

আগরতলা হোটেল হেভেন
10-12th
February, 2022

সামাজিক অবক্ষয়ের শিকার শিশুকন্যা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কলমতলা/ধর্মনগর, ৯ ফেব্রুয়ারি। সামাজিক অবক্ষয়ের শিকার হল আরও এক শিশুকন্যা। ৬৩ বছরের নৃপেন্দ্র ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ ৯ বছরের শিশুকন্যার উপর নির্যাতন চালানোর। অভিযুক্তকে পুলিশ ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে। এখন দাবি উঠছে তার যেন কঠোর শাস্তি হয়। ধর্মনগর শহর এলাকায় ৯ বছরের শিশুকন্যাকে নিয়ে তার মা নিকটাত্মীয়ের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। মঙ্গলবার রাত ৯টা নাগাদ মেয়েটি অন্য শিশুদের সাথে খেলাধুলা করছিল। ওই সময় অভিযুক্ত নৃপেন্দ্র ঘোষ শিশুকন্যাকে লোভ দেখিয়ে নির্জন স্থানে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। সেখানেই শিশুকন্যার উপর নির্যাতন চালানো হয়। পরবর্তী সময় মেয়েটির চিংকারে আশপাশের লোকজন এবং তার মা ছুটে আসেন। ততক্ষণে অভিযুক্ত সেখানে থেকে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে ধর্মনগর মহিলা থানার পুলিশ

● এরপর দুইয়ের পাতায়

চেক বাউন্স মামলায় উচ্চ আদালতের রায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি। চেক বাউন্স মামলায় গুরুত্বপূর্ণ রায় দিলে ত্রিপুরা উচ্চ আদালত। চেক বাউন্স হলেই এনিয় কাউকে দৌরী প্রমাণ করা যায় না। চেক বাউন্সের মামলায় ঋণগ্রস্ত থাকা অথবা টাকা পাবেন এই ধরনের আইনত প্রমাণ দিতে হবে। ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের বিচারপতি টি অমরনাথ গৌড় এই রায়টি দিয়েছেন। উদয়পুরের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতের জরিমানার রায় তিনি বাতিল করে দিয়েছেন। যে কারণে চার বছর আগের মামলায় খালাস পেলেন উদয়পুর হত্রা এলাকার বাসিন্দা মানিক দেবনাথ। তার আইনজীবী বিপ্লব দেবনাথ জানিয়েছেন, মানিক একটি চিটফান্ড সংস্থার এজেন্ট

● এরপর দুইয়ের পাতায়

ইন্ডিয়া আয়ুর্বেদিক মেডিসিন সেন্টার

Paradice Chowmuhani, Near Khadi Gramodyog Bhavan Agartala - 8787626182

সুগারকে সবসময়ের জন্য নিয়ন্ত্রণ রাখা

D - Active Capsule

MRP : 395/-

বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়ই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

আদালতে প্রতিবাদী অনিন্দিতার জয়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি। প্রলোভন ছিলো। শাসক দলের এক নেত্রীর ‘অভিযুক্ত’র বাড়িতে গিয়ে চকোলেট দেওয়া ছিলো এবং শাসক দলের এক তামাম নেতার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার অনুরোধ ছিলো। ভয় দেখানো ছিলো, টেলিফোনে ডুয়ো নম্বরে হুমকি ছিলো, নিজের বাবা তথা শাসক দলের বিধায়ককে ডেকে নিয়ে ‘বুঝানো’ ছিলো। কিন্তু মেয়ের জেদ ছিলো, আইনি লড়াইয়ে জিতেই নিজের হারানো অধিকার ছিনিয়ে নেবেন। সামাজিক মাধ্যমে ঘোষণা করেছিলেন, যদি উচ্চ আদালতে মামলা জেতেন, তবেই নতুন জুতো কিনবেন। বুধবার উচ্চ আদালতে শুনানির পর এক সাক্ষাৎকারে শাসক দলের বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক’র কন্যা অনিন্দিতা ভৌমিক স্পষ্ট বললেন — এবার এক জোড়া নতুন জুতো কিনবো। সামাজিক মাধ্যমে সাক্ষাৎকারটি ছড়িয়ে পড়তে এদিন শুভেচ্ছা আর আশীর্বাদবাণীতে ভেসেছেন অনিন্দিতাদেবী। গত এগারো মাস হাঁপানিয়াস্হিত টিএমসি কর্তৃপক্ষের দ্বারা চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়ে রীতিমতো বাড়িতে বসেছিলেন অনিন্দিতাদেবী। নিজের সামাজিক মাধ্যমে একটি বৈআইনি ঘটনাকে ঘুরিয়ে উল্লেখ করেছিলেন তিনি। সেই থেকেই কর্তৃপক্ষের নেকনজরে পড়ে যান। তালিবানি কায়দায় এবং বয়োদপির মতো কর্তৃপক্ষ গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অনিন্দিতাদেবীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন। এদিকে, উচ্চ আদালতে বিচার পেলেন প্রতিবাদী নারী অনিন্দিতা ভৌমিক। শাসকদলের বিধায়কের কন্যা অনিন্দিতা ভৌমিকের বিরুদ্ধে ফেসবুকে পোস্ট করা ঘিরে মামলা বাতিল করে দিয়েছে উচ্চ আদালত। তার বিরুদ্ধে টিএমসি-তে আনা সাময়িক

বহিষ্কারের নির্দেশও তুলে নেওয়া হবে বলে উচ্চ আদালতে জানানো হয়েছে। যদিও অনিন্দিতার উপর টিএমসি’র সাময়িক বহিষ্কারের নির্দেশ তুলে নিতে নির্দেশ দিতে হলো না উচ্চ আদালতের। মামলা চলাকালীন টিএমসি’র আইনজীবী প্রদ্যোত ধর নিজেই সাময়িক বহিষ্কারের নির্দেশ দু’দিনের মধ্যে তুলে নেওয়ার কথা জানিয়েছেন। যে কারণে কয়েক মাস পর আবারও টিএমসি-তে নিজের স্বাভাবিক কাজে যেতে পারবেন অনিন্দিতা ভৌমিক। বিজেপি বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিকের মেয়ে হলেও অনিন্দিতা অন্যান্যের বিরুদ্ধে বরাবর আওয়াজ তুলে গেছেন। বাম আমলেও তিনি অন্যান্যের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। বাবা শাসকদলের বিধায়ক হলেও অন্যান্যের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে অনিন্দিতা কখনোই পিছিয়ে যাননি। তিনি হাঁপানিয়ায় টিএমসিতে কর্মরত। অফিসের বেতন ভাতা বৃদ্ধি নিয়ে আপেলনে শামিল হয়েছিলেন তিনি। এরপর গত বছর ২৬ মার্চ সামাজিক মাধ্যমে তিনি একটি পোস্ট করেছিলেন। এই পোস্ট ঘিরে অনিন্দিতার বিরুদ্ধে টিএমসি থেকে মামলা করা হয়। ২৭ মার্চই তাকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করে দেওয়া হয়। গত বছরের ২৭ জুলাই তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তও শুরু করে দেওয়া হয়। সাময়িক বহিষ্কারের নির্দেশ এবং বিভাগীয় তদন্তকে চ্যালেঞ্জ করে অনিন্দিতার আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণের সাহায্যে উচ্চ আদালতে মামলা করেন। বুধবার বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্রের বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয়। ফেসবুকে পোস্টের জন্য মামলাটি বাকস্বাধীনতার বিরোধী বলে মন্তব্য করেন আইনজীবী পুরুষোত্তম রায়

● এরপর দুইয়ের পাতায়

সাংবাদিকের বাইক চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি। বাইক চোরদের নিশানায় এখন সাংবাদিকরাও। আগরতলার প্রেস ক্লাবের মতো নিরাপদ এলাকাতেও প্রকাশ্য দিনের আলোতে বাইক চুরি করে স্মার্টসিটির পুলিশকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলো এক চোর। প্রেস ক্লাবের গেটের সামনে থেকেই এক চিত্র সাংবাদিকের বাইক নিয়ে পালিয়ে গেছে চোর। গোটা দৃশ্য সিসি ক্যামেরায় বন্দি হয়েছে। সিসি ক্যামেরায় মধ্যে চোরকে বাইক নিয়ে পালানোর সময় দেখা গেছে। এমনকী বাইক নিয়ে পালানোর সময় পাশে আরও দুই-তিনজনও ছিলেন। কিন্তু কেউই টের পেলেন না বাইকটি চুরি হচ্ছে। শহরের চারদিকে যখন সিসি ক্যামেরা লাগিয়ে রাজা পুলিশ এবং প্রশাসন অপরাধ নিরস্ত্রিত করে নেওয়ার ঢাক-ঢোল পিটিয়ে থাকে, ঠিক এই সময়েই চুরি গেলে বাইকটি। টিআর-০১-ই-৫৪৩২ নম্বরের বাইকটি বুধবার দুপুরে প্রেস ক্লাবের সামনেই রেখেছিলেন এক সাংবাদিক। তিনি প্রেস ক্লাবের ভেতরেই ছিলেন। কিন্তু বেরিয়ে দেখেন বাইকটি নেই। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পশ্চিম থানায় খবর দেন। প্রেস ক্লাবের সিসি টিভির ফুটেজে দেখে চুরির ঘটনাটি দেখতে পান। বাইকটি নিয়ে জগন্নাথবাড়ি দিকে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

২৫ হাজার টাকার জন্য খুন বলরাম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মেলাঘর, ৯ ফেব্রুয়ারি। অনেকদিন ধরেই সজীব বর্মণের পরিবারের সাথে বলরাম দেবনাথের পরিবারের ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলছিল। শেষ পর্যন্ত বলরামের সাথে ওই বাড়ির মেয়েকে বিয়ে দিতে রাজি হয় পাত্রীপক্ষ। কিন্তু বলরাম এবং সেই মেয়ের বিয়ের বিষয়টি এলাকার বখাটে ছেলের কাছে হিংসার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি কয়েকজন মিলে বলরাম দেবনাথের কাছে ২৫ হাজার টাকা দাবি করে। সেই যুবকদের হাতেই মঙ্গলবার রাতে নৃশংসভাবে খুন হন বলরাম। মেলাঘর থানাধীন পোয়াংবাড়ি এলাকার ওই যুবকের হত্যাকাণ্ডের পর গোটা এলাকার পরিবেশ এখনও থমথমে। কারণ, অভিযুক্তরা এখনও পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়নি। এলাকা সূত্রে খবর, বলরাম সেই অভিযুক্তদের ২৫ হাজার টাকা দেয়নি বলেই তার উপর প্রচণ্ড রেগেছিল তারা। এদিকে বলরামের বাবা মেলাঘর থানায় ৪ জনের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করেছেন। তখন সরকার, রতন নমঃ, প্রসেনজিৎ নমঃ এবং বাদল নমঃ’র বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩০৬/৩৪ ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। যার নম্বর ৯/২২। মেলাঘর থানার পুলিশ রাতে সংবাদ লেখা পর্যন্ত একজন অভিযুক্তকেও গ্রেফতার করতে পারেনি। সবাই বলছেন, অভিযুক্তরা সম্পূর্ণ পরিকল্পনামাফিক বলরামকে হত্যা করেছে। সেই কারণেই পুলিশ এখনও তাদের খুঁজে পাচ্ছে না। কারণ, তারা আগে থেকেই সবকিছু পরিকল্পনা করে রেখেছিল। ঘটনার মূল অভিযুক্ত প্রসেনজিৎ নমঃ সর্বদা নেশায় আসক্ত হয়ে থাকে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। এলাকায় নব্য গেরুয়া জামা পরিধানকারীদের মধ্যে একজন প্রসেনজিৎ। তবে বলরামের পরিবার আগে থেকেই বাম সমর্থক বলে পরিচিত। তাই এর পেছনে রাজনৈতিক কারণও লুকিয়ে থাকতে পারে বলে অনেকের সন্দেহ। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার রাতে সজীব বর্মণের বাড়িতে বিপদনাশিনী পূজায় গিয়েছিলেন বলরাম এবং তার পরিবার। প্রথমে বলরামের মা-বাবা ওই বাড়িতে আসেন। তখন তারা জানতে পারেন বলরামের উপর হামলার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে অভিযুক্তরা। শেষ পর্যন্ত বলরাম তাদের হাতেই নৃশংসভাবে খুন হন।

সীমান্তে গুলিবিদ্ধ দুই যুবক



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বঙ্গনগর, ৯ ফেব্রুয়ারি। সীমান্তে বিএসএফ’র গুলিতে জখম দুই যুবক। আহত অবস্থায় তাদের জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দু’দিন আগেও সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ’র গুলিতে জখম হয়েছিলেন এক যুবক। কয়েকদিনের মধ্যেই সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ’র গুলিতে জখম হলে তিনজন। বঙ্গনগরের রহিমপুর সীমান্ত এলাকায় গুলিবিদ্ধরা পাচারকারী বলে বিএসএফ’র পক্ষ থেকে কলামচৌড়া

● এরপর দুইয়ের পাতায়

থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আহতরা হলেন, সোহাগ মিয়া এবং ইকবাল হোসেন। দু’জনেরই বাড়ি রহিমপুরে। বুধবার সকাল ৬টা নাগাদ এই ঘটনা জানা গেছে, রহিমপুর সীমান্ত বেড়ার উপর দিয়ে নেশা দ্রব্য পাচার করা হচ্ছিল। এর মধ্যে গাঁজার প্যাকেটও ছিল। ১৬৮ নম্বর গেটের সামনে দিয়ে নেশা দ্রব্যগুলি ওপারে বাংলাদেশে ঢিল ছুঁড়ে পাচার করা হচ্ছিল। এমন সময় সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ায় একটি প্যাকেট আটকে যায়। কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ান দূর থেকে এবিষয় দেখে ছুটে আসেন। এমন সময় সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার উপর দিয়ে নেশা দ্রব্য পাচার করতে দেখে দু’জনকে আটকে ফেলেন কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ান। বিএসএফ’র পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

ব্যাস এখন আর দুঃখ নয়

আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধান সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসহজ সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।

মিয়া সুফি খান

যেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সতীন এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন, সন্তানের চিন্তা, ঋণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফান সমাধান আমাদের কাছের দ্বারা।

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন্য কারোকে বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসহজ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

তত্ত্ব মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যের একটি নাম।

মোবাইল : 8798144508 / 8798144507

ঠিকানা- হোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

অল ইন্ডিয়া ওপেন চ্যালেঞ্জ

Free সেবা 3 ঘন্টায় 100% গ্যারান্টিতে সমাধান

প্রোমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গড়ুধন, কর্ণা বাধা, ওপ্তবিন্দা, কালাজাদু, মূর্তকরী, জাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

ঘরে ঘরে A to Z সমস্যার সমাধান

নাবা আমির সুফি যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে একবার অবশ্যই ফোন করুন আর ঘরে বসেই দ্রুত সমাধান পান।

স্পেশালিস্ট ঃ বশীকরণ, মূর্তকরী এবং কালাজাদু

Contact 9667700474

শ্রদ্ধাঞ্জলি

শংকর চন্দ্র দত্ত

স্থান : ২২-০৭-১৯৩৭ ইং
মৃত্যু : ২৯-০১-২০২২ ইং

অত্যন্ত বেদনাক্রান্ত হৃদয়ে জানাইতেছি যে, গত ২৯ শে জানুয়ারী ২০২২ ইং, রোজ শনিবার আমাদের পরমপ্রিয় শংকর চন্দ্র দত্ত ইহলোকের বন্ধন ছিন্ন করিয়া রামঠাকুরের রাতুল চরণে আশ্রয় নিয়াছেন। তাঁহার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনায় আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী ২০২২ ইং বৃহস্পতিবার নিজ বাসভবনে পারলৌকিক ক্রিয়াদি সুসম্পন্ন হইবে। এতদুপলক্ষ্যে আগামী ১৩ই ফেব্রুয়ারী ২০২২ ইং রবিবার নাগেরজলাস্থিত নিজ বাসভবনে (মর্ডান ক্লাবের বিপরীত দিকে) মধ্যাহ্নে উপস্থিত হইয়া শাকামভোজনে অংশগ্রহণ করিয়া আমাদের কৃতার্থ করিবেন।

ইতি

ভাগ্যহীন / ভাগ্যহীনী

শ্রীমতি অঞ্জলী দত্ত (স্ত্রী), বাণী দত্ত, রাজু দত্ত (পুত্র), শ্রীমতি সুমিতা দত্ত (কন্যা), শ্রীমতি লক্ষ্মী চৌধুরী দত্ত, শ্রীমতি দেবপ্রিয়া বণিক দত্ত (পুত্র বধুগণ), অরিজিত (রাতুল), অস্মিতা দত্ত (বিশাল), সন্দিপন দত্ত (কুটন) নাতিদ্বয়, জামাতা-পীযুষ দত্ত। (অন্যান্য আত্মীয়পরিজন)।

Living Room • Dining • Bedroom • Mattress • Storage • Seating • Utility • Office

New Radha Store: Hari Ganga Basak Road, Melarmata, Opposite Madan Mohan Ashram, Agartala,

Tripura (W) - 799001. Tel. No.: 9436169674 | EXCLUSIVE SHOWROOM

Email: newradhankl@gmail.com

India's first choice in furniture is NOW IN AGARTALA!

UP TO 40% OFF

FLAT 10% OFF

2+ PILLOWS FREE

ON PURCHASE OF A MATTRESS

Nilkamal®

FURNITURE IDEAS